সবুজ কথা

চতুর্থ শ্রেণি

বিভাগ খ

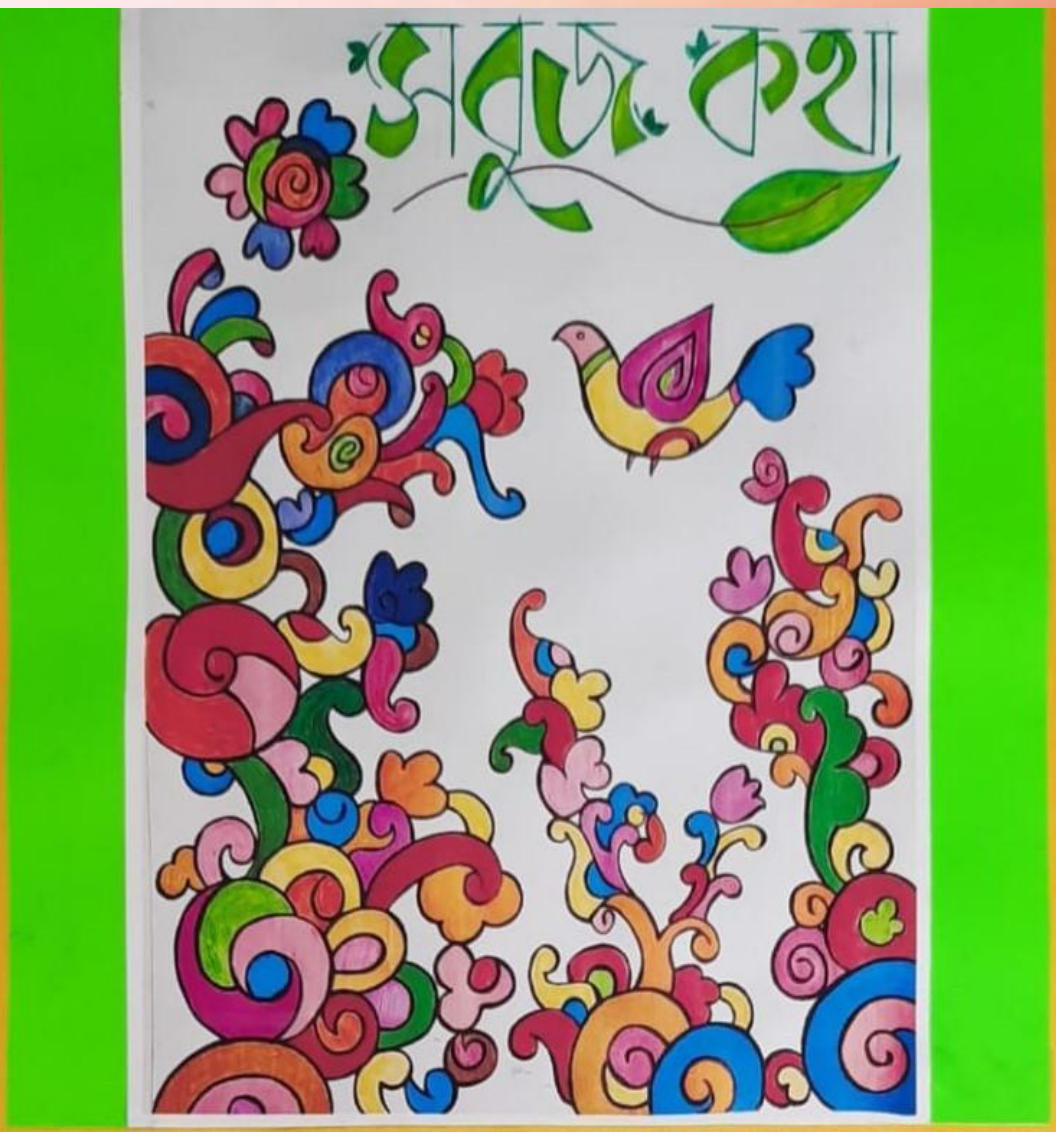

চতুর্থ শ্রেণি 'খ' বিভাগ ছাত্রীদের প্রথম প্রয়াস ২০২১

সম্পাদক

নন্দনা সাহা

সৃজা ঠাকুর

প্রচ্ছদে
সংস্থিতা ঘোষ

বিন্যাসে
আনভিকা ঘোষ

অলংকরণে
তানিশা দত্ত

সম্পাদকের কলমে

"ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই"

বাতাসে হিমের ছোঁয়া। শীত এসে কড়া নেড়ে গেল মনের গভীরে। বিবর্ণ পাতার এলোমেলো উড়ে যাওয়া মনকে ভারাক্রান্ত করে অবশ্যই। কিন্তু একই সাথে সর্ষে ফুলের হলুদ, নরম মিঠে রোদ মাখা রঙের ডাঁড়, অতিথি পাখির ঝাঁক, শিশির ভেজা মেঠো আলপথ আমাদের স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা দেয়। আমরা বৈধতা পাই মনের কথা বলার, প্রাণের উচ্ছ্বাস উজাড় করার। এইভাবেই দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে শুরু হল আমাদের পথচলা, কথা বলা...

ছোটদের লেখা মাত্রই দারুণ উপভোগ্য। আমাদের এই পত্রিকাতে আছে গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, আঁকা, ধাঁধা, শব্দছক, শিক্ষামূলক প্রশ্নোত্তর এবং আরও অনেক কিছু। এই পত্রিকাতে আছে সবুজ শৈশবস্মৃতি। এই সংকলন করার পিছনে নিরন্তর তাগিদ, উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় বাংলা শিক্ষিকা রত্না ঘোষ। ভুল ত্রুটির দায় সর্বাংশে সংকলকের।

সময়টা বেশ দীর্ঘ, প্রায় দুবছরের কাছাকাছি হল আমরা গৃহবন্দী। কিছু আপোসে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা, এ যুগের মতোই। এই পৃথিবী বড়ো সহনশীল। প্রকৃতিও। তাই মহামারির প্রকোপ কাটিয়ে আমরা ধীরে ধীরে ফিরছি স্বাভাবিক ছন্দে। আজ আমাদের চতুর্থ শ্রেণির 'খ' বিভাগের বাংলা ছাত্রীদের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা গর্বিত, ধন্য। সকলের আদরে, অনুভবে আজ আমরা বিন্দু থেকে বিস্তারে। আশা রাখি আমাদের বন্ধুদের পছন্দমতো আঁকা, গল্প, কবিতা আপনাদের মন ভরিয়ে দেবে। বন্ধ ঘরে এনে দেবে মুক্তির স্বাদ। এই সম্পাদনার ফসল আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি প্লাবিতা বাগচি-কে উৎসর্গ করলাম।

সবুজ কথা আমাদের প্রথম প্রয়াস, তবে এখানেই শেষ নয়। আমাদের দায় দায়িত্ব আরো বাড়ল। আপনাদের রসবোধের রসদে সবুজ কথা এগিয়ে যাবে, হয়ত অন্য কোনো নামে... মাটির রঙ, সবুজের চেতনা ছড়িয়ে যাক আমাদের মনে... আমরা ডানা মেলে ধরি আকাশের দিকে....

সূচিপত্র

গল্পের অলিগলি :

১.দয়ালু মোহিনী - নন্দিকা মিত্র
২.ঠাকুমা ও মিনুর গল্প - শিঞ্জিনী ভট্টাচার্য্য
৩. ভালো ভুত - ঋতাশ্রী দে

পৃথিবীকে জানো:

১. ফ্রিজের বাইরের বরফ - আগমনী দাঁ
২.ডুয়ার্স ডায়রি - শরণ্যা রায়চৌধুরী
৩.চিতোর - সৃজা ঠাকুর
৪.ভুলভুলাইয়া - তানিষ্ঠা বসু
৫.জঙ্গলের পথে - উনসানা মুখার্জী
৬.আমেরিকান ডায়রি - আরাধিতা সিংহ

ছোট্ট কবির কল্পনা:

১. ছোট্টো মেয়ে – প্রিয়াঙ্কা কাঞ্জিলাল
২. প্রয়াস – রত্না ঘোষ (বাংলা শিক্ষিকা)

ছোট্ট শিল্পির তুলিতে:

আইশিকা দত্ত, আগমনী দাঁ, ঐশ্বাণী গাঙ্গুলী, ঊশানী দাশ, অরিত্রী সাহা, নন্দনা সাহা, ঋতশ্রী দে, সংস্কিতা ঘোষ, সানভিকা ঘোষ, শরণ্যা রায়চৌধুরী, সৃজা ঠাকুর, শ্রীদার্থী পোদ্দার, সৈয়দ সেরাফিনা

চেখে দেখো

১. চকোলেট কেক – শ্রীদার্থী পোদ্দার
২. ফ্রুট কেক ও করোনা কাথ – শতাক্ষী কুন্ডু

অন্যান্য বিভাগ

১. শব্দ জব্দ – তানিশা দত্ত
২. দাবা – সৃজা ঠাকুর
৩. ক্রিকেট – দিভিজা ঘোষ
৪. সাক্ষাৎকার – তানিশা দত্ত
৫. আকতে আগ্রহী – নন্দনা সাহা
৬. শব্দ জব্দ – শ্রুতার্থী দত্ত
৭. ম্যাথ ম্যাজিক – নন্দনা সাহা
৮. শব্দ জব্দ – দিভিজা ঘোষ
৯. স্বাস্থ্য – আদিত্রী ভঞ্জ
১০. কুইজ – সাত্বিকী চৌধুরী
১১. ধাধা – শ্রীজয়ী বয়াল
১২. ছবি আঁকা – মেলিপর্না রায়
১৩. জঙ্গলের পথে – উনসানা মুখার্জী

***

সৃজা ঠাকুর

আদিত্রী ভঞ্জ

প্রয়াস

১ প্রকৃতির সাথে, এতদিন
করেছি মোরা সন্ধি
লক্ষ্মী হয়ে, ভালো হয়ে
নিজ নিজ ঘরে ছিলাম মোরা বন্দি ।

আমাদের হাতে, আমাদের প্রয়াসে ম্যাগাজিন হল তৈরি

৬ চল,সব রেখে মন দিয়ে
এই বইটাই পড়ি।।

রত্না ঘোষ
(বাংলা শিক্ষিকা)

২ এখন কেউ পুরীর তীরে
কেউ বা কাশ্মীরে
মুক্তির বাতাস নিচ্ছি মোরা
সবাই মন ভরে।

৫ রোদ হোক কিংবা বৃষ্টি
এসো নতুন কিছু করি সৃষ্টি
ছোটবেলার কত কথা, লিখব মোরা বসে,
শব্দের সাথে শব্দের মিল
খুঁজি মোরা হেসে।
আমাদের গল্প, আমাদের ছড়া আর আমাদের আঁকা
এই নূতনের একটিও পাতা
থাকবে না তো ফাঁকা।

৩ বসছি মোরা আহারে
উঠছি মোরা পাহাড়ে
নাই বা বসি চেয়ারে,
নাই বা বসি টেবিলে
তবুও মোদের
চোখ রয়েছে ল্যাপটপ আর মোবাইলে।

৪ পড়ার সময় করি পড়া
লেখার সময় লেখা
ভালো হত যদি পেতাম
নতুন কিছুর দেখা।

রত্না ঘোষ (বাংলা শিক্ষিকা)

ডুয়ার্স ডায়েরি

নাম-শরণ্যা রায়চৌধুরী, ,শ্রেণী-চতুর্থ, বিভাগ-খ

এবার পুজোয় নবমীর দিন বাবা মায়ের সঙ্গে আমি ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম,গন্তব্য **ডুয়ার্স**। করোনার জন্য দীর্ঘ দেড় বছরের বেশি সময় আমরা **কোথাও** ঘুরতে যাইনি। শেষে সমস্ত করোনা বিধি মেনে,**প্রয়োজনীয়** সব সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম।

আমার মনের মধ্যে এক **অদ্ভুত** উত্তেজনা আর আনন্দ হচ্ছিল। আমাদের ট্রেন ছিল **ভোরবেলায়**। সারারাত আমি আনন্দে ঘুমাতেই পারিনি। ভোর ৪ **টের** সময় উঠে আমরা তৈরী হয়ে,সকাল ৫.৩০ নাগাদ **স্টেশনে** পৌঁছে,ট্রেনে উঠলাম। সন্ধ্যা ৭.৩০-এ জলপাইগুড়ি রোড **স্টেশনে** নেমে আমরা আগে থেকে ঠিক করে রাখা গাড়ীতে উঠে রিসোর্টে চলে এলাম। অনেকটা বড়ো জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে রিসোর্টটা। একদিকে চা বাগান আর রাস্তার অন্যদিকে জঙ্গল। আমার জায়গাটা খুব পছন্দ হল। রিসোর্টের একপাশে **বাচ্চাদের** জন্য দোলনা,স্লিপ সব রয়েছে। আর মাঝখানে বড়ো বড়ো ছাতার নিচে বসবার জন্য চেয়ারপাতা। আর অন্যদিকে রয়েছে ছোট ছোট কটেজ।একটা কটেজ থেকে আরেকটা কটেজ-এ যাবার রাস্তাটা ছোটো-বড়ো নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরি। তার দুপাশে ছোটো ছোটো পাতাবাহার আর রঙ-বেরঙের ফুলগাছ লাগানো। সারাদিন ট্রেন যাত্রার ধকলে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,তাই তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

পরেরদিন ভোরবেলা ঘুম **থেকে** উঠে বারান্দায় এসে দেখি আমার সামনে **কাঞ্চনজঙ্ঘা** তার অপরূপ রূপ মেলে ধরে দাড়িয়ে আছে। বাবার কাছে **শুনলাম** আগের দিন রাতে নাকি চা বাগানের পাশে হাতি **বেড়িয়েছিলো**। আমার খুব আফসোস হলো আমি হাতি দেখতে **পেলাম** না বলে। যাইহোক,আমরা তাড়াতাড়ি সকালের জলখাবার খেয়ে তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম সেভেন পয়েন্টস **দেখার** উদ্দেশ্যে। আমার তো খুব মজা হচ্ছিল,চারিদিকে সবুজের বৈচিত্র দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল।আমি জলঢাকা নদী,মূর্তি নদী,বিন্দু ,ঝালং, লালিগুরাস,সুনতালেখোলা সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এরপরের দিনগুলো আমরা এক এক করে চাপরামারি,গরুমারা জঙ্গল ঘুরলাম,ময়ূর,ইন্ডিয়ান বাইসন,হাতি ,হরিণ সব দেখলাম।জঙ্গল যে এই বন্য জীব-**জন্তুদের** আসল বাসস্থান তা তাদের অবাধ বিচরণ দেখেই **বোঝা** যাচ্ছিলো। আমি এই জঙ্গলে গিয়ে একটা **নতুন** জিনিষ জানলাম সেটা হল সল্টপিট বা জীবজন্তুদের জন্য লবণের **গর্ত** ।,গাইড কাকু আমাকে বলল, এতে নাকি জঙ্গলের পশুদের **জন্য নুন** আর গুঁড় দেওয়া থাকে, যাতে ঘাস খাওয়ার পর ওরা ওদের মুখের স্বাদ ফেরানোর জন্য ওই সল্টপিটে রাখা **গুঁড়** আর **নুন** খেতে যায় । আরও একটা অদ্ভুত **পোকার** কথা জানলাম,যার নাম সিকাডা। এই পোকার ডাকটা অনেকটা মন্দিরে বাজানো ঘন্টাধ্বনীর মতো লাগে শুনতে। গাইড কাকু বললেন, এই পোকা নাকি যত রোদ ওঠে তত জোরে ওই রকম ঘন্টার ধ্বনীর মতো ডাকতে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জীপে করে 'জঙ্গল সাফারীর'এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল আমার,সে এক অন্য অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চাপড়ামারির জঙ্গলে নেপালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে **ফেরার** পথে জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে এলো। অন্ধকারে আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে আমরা জংঙ্গলকে পিছনে ফেলে আবার **রিসোর্টে** ফিরে এলাম।

চাপড়ামারি অভয়ারণ্য

এর পরেরদিন সকালে গেলাম **মূর্তি** নদী দেখতে।মূর্তি নদীর দুরকম রূপ দেখলাম। দিনের আলোয় নদীর জল এত স্বচ্ছ যে জলের নীচের পাথরগুলো সব **পরিষ্কার** দেখা যাচ্ছে। আমি নদীতে নেমে পাথর তুলে খেলতে লাগলাম। রাতে যখন নদীর পারে গেলাম তখন দেখলাম পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ে নদীর জল রূপোর মতো চিক্‌চিক করছে।সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীর এই রূপ পরিবর্তন আমায় **মুগ্ধ** করেছিল।

ডুয়ার্সের আরেকটি অন্যতম আকর্ষণ হলো চা বাগান। সমগ্র ডুয়ার্স জুড়েই আছে বহু চা বাগান। চা বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ছায়াপ্রদানকারী বড়ো বড়ো গাছ **বাগানগুলির** সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বাগানের বুকচিড়ে চলে যাওয়া সামান্য উঁচু-নীচু ঢালু রাস্তা ধরে আমরা টোটো করে অনেকটা সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। বাগানের মধ্যে ময়ূরের আনাগোনা পথচলতি ভ্রমণার্থীদের দাঁড়াতে বাধ্য করবেই একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

চা বাগান

ও আরেকটা বিষয় না বললে তো **ডুয়ার্সের** ডায়েরি লেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাতের **অন্ধকারে** এতো জোনাকি আমি আগে কখনো দেখিনি। হটাৎ **লোডশেডিং** তারাদের আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলো। রাতের মেঘমুক্ত আকাশে বহু আলোকবর্ষ দূরে তারাদের উপস্থিতি কলকাতায় ফ্লাট বাড়িতে থেকে উপভোগ করা প্রায় অসম্ভব,এ সুযোগও ডুয়ার্স আমায় করে দিয়েছিলো।

এবার এলো আমাদের বাড়ি ফেরার পালা।সময় সংক্ষিপ্ত থাকার কারণে আমাদের এ যাত্রায় জলদাপাড়া আর বক্সা-জয়ন্তী অধরাই রইলো। একরাশ মন খারাপ নিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গল ,চা-বাগান আর মূর্তি নদীর কথা মনের মণিকোঠায় রেখে আবার সেখানে ঘুরতে যাবার ইচ্ছা নিয়ে ফিরে এলাম আমার প্রিয় শহর কলকাতায়।

শরণ্যা রায়চৌধুরী

আঁকতে আগ্রহী

তিন বছর বয়সে আমার প্রথম আঁকার হাতেখড়ি। মা আমাকে সেই ছোট্ট বয়সে নিয়ে যেত তুলিকা আর্ট স্কুলে। শুরুতে একটু ভয়, কান্না, না ভালোলাগা নিয়েই শুরু হয়েছিল আমার এই অঙ্কন শৈলী। ধীরে ধীরে পেন্সিলের প্রতি ভালোবাসা আর রংএর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমার আঁকা দেখে স্যার ও বাড়ির সবাই খুব প্রশংসা করতে লাগল। যখন আমি নার্সারীতে পড়ি সে বার প্রথম 'ইন্টার ন্যাশানাল চাইল্ড আর্ট এক্সিবিশান'এ অংশগ্রহন করি। সেখানে আমি বিজয়ী হই। আর সাথে একটি গোল্ড মেডেল ও সার্টিফিকেট আসে আমার জন্য স্কুলের কাছে। সেই দিন আমার খুব ভালোলেগেছিল। সেই থেকে আঁকার প্রতি আগ্রহ আমার নিত্যদিন বেড়েই চলেছে।

নন্দনা সাহা

NANDANA SAHA

ভোলা ভূত

ভোলা ভূত

একটি গ্রামে দুটি ছেলে থাকত, তারা খুব ভালো ছিল। তারা গরীবের কষ্টে খুব কষ্ট পেত, কিন্তু তাদের বাবা-মা এসব পছন্দ করত না, তাই একদিন তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তখন তারা হাঁটতে হাঁটতে গভীর জঙ্গলে চলে যায়। তখন জঙ্গলে রাত হয়ে যায়। সে রাতে একটা ভূত তাদের কাছে আসে এবং বলে আমি জানি তোমরা খুব ভালো এবং মানুষের খুব উপকার করে থাকিস বল কি বর চাস। কিন্তু ছেলে দুটি বলে আমাদের কোন বর লাগবে না। ভূত বলে আচ্ছা ঠিক আছে যখন দরকার হবে আমাকে বলিস। তারপর সকাল হয়ে গেল। তারা হেঁটে অন্য গ্রামে চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে গ্রামে সব মানুষ কান্না-কাটি করছে। তখন তারা প্রশ্ন করে কেন কাঁদছ, তখন গ্রামের লোকেরা বলে আমরা অনেক দিন কিছু খায়নি। খুব খিদে পেয়েছে। তখন সেরাতে ছেলে দুটি ভূতের রাজাকে ডাকে এবং বলে সব কথা। পরে ভূতের কাছে বর চায়। পরে ছেলে দুটি বর পেয়ে গ্রামের লোকেদের জন্য খাবার জোগাড় করে এবং গ্রামের লোকেরা খাবার পায়। তাই ভূত শুধু মানুষের ক্ষতি করে না, মানুষের উপকারও করে থাকে।

ঋতাশ্রী দে,
শ্রেণী- চতুর্থ
বিভাগ- ক (B)

ঋতাশ্রী দে

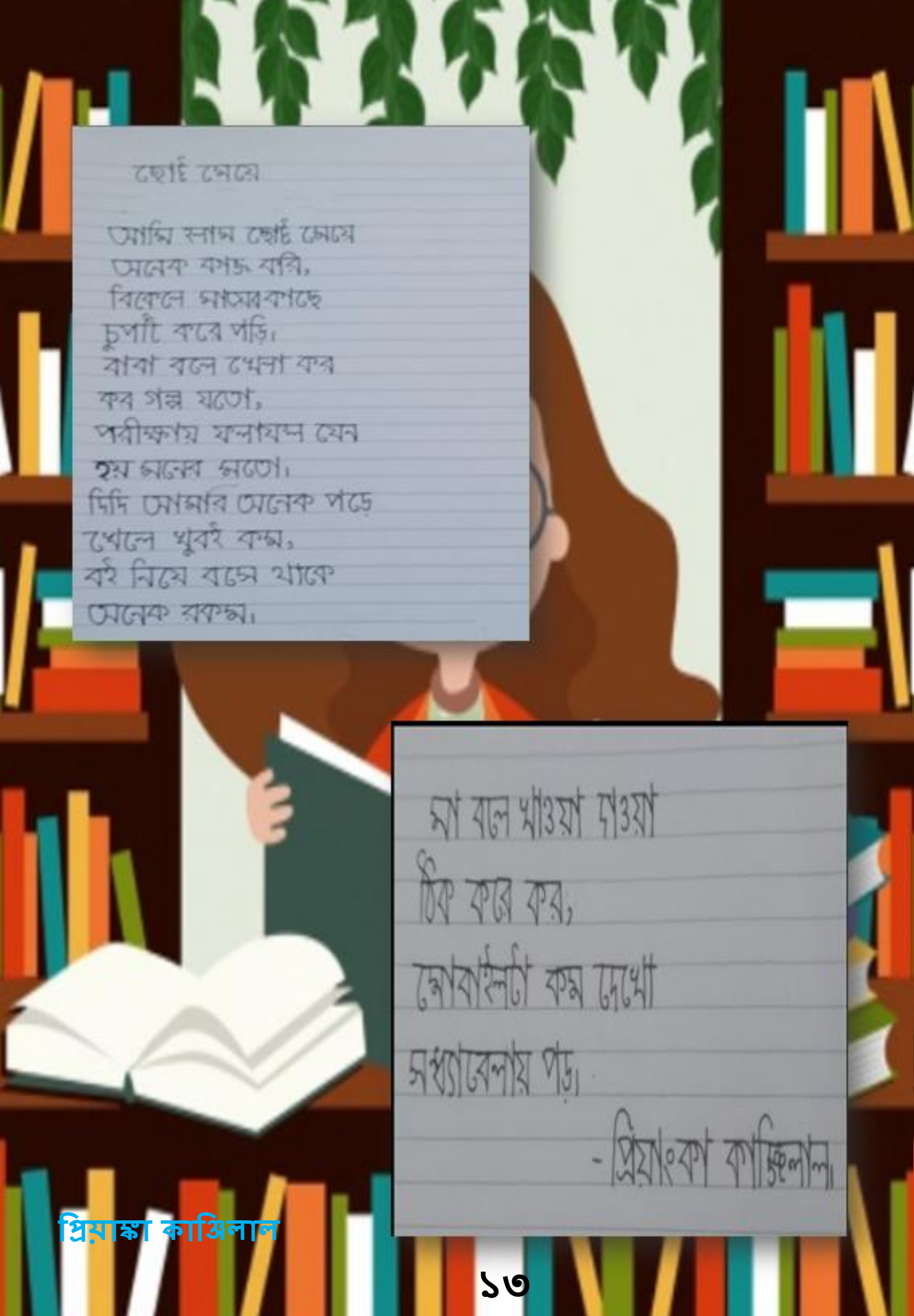
ছোট্ট মেয়ে
আমি হলাম ছোট্ট মেয়ে
অনেক কাজ করি,
বিকেলে মাসির কাছে
চুপটি করে পড়ি।
বাবা বলে খেলা কর
কর গল্প যতো,
পরীক্ষায় ফলাফল যেন
হয় মনের মতো।
দিদি আমার অনেক পড়ে
খেলে খুবই কম,
বই নিয়ে বসে থাকে
অনেক রকম।
মা বলে খাওয়া দাওয়া
ঠিক করে কর,
মোবাইলটা কম দেখো
সন্ধ্যাবেলায় পড়।
-প্রিয়াংকা কাঞ্জিলাল।

ট্রিপডের বাইরের বরফ

ট্রিপডের বাইরের বরফ

তারিখটা ছিল ২৫শে অক্টোবর। শ্রীনগর থেকে ট্রাভেলার গাড়িতে আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি। পহেলগাঁও পৌঁছতে বিকেল হবে। আমি সেরাফিনা আর সুনেহা একসঙ্গে বসেছি। একটু কিছু হলেই তিনজনে হিহি করে হাসছি। কে কার পাশে বসবে এই নিয়ে ঝগড়া করছি, আবার ব্যাগ থেকে কিছু একটা বার করে ভাগ করে খাচ্ছি, এ ওর ঘাড়ে ঘুমোচ্ছি। খুব মজা হচ্ছে। পিছনের সিটগুলো আমরা নিয়েছি। বাবা মায়েরা সামনের দিকে নিজেদের মত গল্প করছে। যত এগোচ্ছি ঠান্ডা বাড়ছে। একবার করে মায়েদের সাবধান বানী - কেউ সোয়েটার খুলবেনা, টুপি খুলবেনা। পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুপুরের খাওয়া শুরু হল। এখানে অনেক চিনার গাছ। খুব সুন্দর পাতাগুলো হলুদ হয়ে আছে, পুরো গাছটা হলুদ রঙের। হঠাৎ রাস্তার ধারে দেখি সাদা সাদা তুলোর মত। প্রথমে অল্প অল্প। গাড়ি যত এগোচ্ছে বরফ আরোও বাড়ছে। কি অপূর্ব সুন্দর! আমার দেখা এই প্রথম প্রাকৃতিক বরফ। এখানে বাড়ির ছাদগুলো ঢালু। বরফে সাদা হয়ে আছে। গাছগুলো শঙ্কু আকারের খুব লম্বা। বেশীর ভাগই পাইন গাছ। কি ভালো লাগছে দেখতে। বড়দিনের সময় সান্তাক্লজের ছবিতে যেমন দৃশ্য দেখি, তেমন চোখের সামনে সত্যি দেখতে পাচ্ছি। শেষে হোটেলে যখন পৌঁছলাম দেখি এখানে বরফ আরোও বেশী। ঢোকবার সিঁড়িটুকু বরফ সরিয়েছে শুধু। না হলে ঢোকাই যেতনা। যাক ঢুকলাম। যে ঘরটা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট সেটাতে গেলাম। জানলার পর্দা সরাতেই দেখি সামনেই বরফ। ভাবতেই পারছিলাম না যেখানেই ঘুমোবো তার ছয় ফুটের মধ্যেই এরকম পুরু বরফ। রাস্তায় এত গাড়ি চলে যে গাড়ির ধোঁয়াতে ধুলোতে রাস্তার পাশের বরফগুলো কালো কালো হয়ে গেছে। আমার সাদা ধবধবে বরফ দেখার ইচ্ছাও পূরণ হল পরদিন। সকালে আমরা বন্ধুরা মিলে হোটেলের সামনের লনে বরফ ভর্তি জায়গাটায় খেলছিলাম এ ওকে বরফ ছুঁড়ছিলাম। তারপর সবাই মিলে বৈশরন ভ্যালি দেখতে গেলাম। এটা আমার কাছে স্মরণীয়

অভিজ্ঞতা। ঘোড়া ঠিক করল বাবারা। প্রত্যেকে একটা করে ঘোড়ার পিঠে। খুব ভয় করছিল। সবাই মিলে লাইন করে চলছি। আমার ঘোড়ার নাম নাকি লাল-বাহাদুর। সে এতটাই ভাল যে তাকে ঘোড়াওলা ধরছেনা। কিন্তু আমার প্রচন্ড ভয় করছিল। সেরাফিনার ঘোড়াটাকে ঘোড়াওলা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সুনেহার টাকেও ঘোড়াটাকে ধরে আছে। খালি আমারটাই ওস্তাদ। এমন খাদের ধার দিয়ে যাচ্ছে যে আমি চিৎকার করছি। যাই হোক, এসে পৌঁছলাম বৈসরন ভ্যালি। এখানে চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা একটা বিশাল মাঠের মত সমতল জায়গা, পুরোটাই বরফের চাদরে ঢাকা। এখানকার লোকেরা বলে মিনি সুইজারল্যান্ড। কি অপূর্ব সুন্দর! অনেক ছবি তোলা হল। সুনেহা ও সেরাফিনাকে দেখে আমারও ইচ্ছা হল কাশ্মীরী সাজে ছবি তোলার। এত বরফ আমি ভাবতেও পারিনি। এবার ফেরার পালা। ওরে বাবারে। আবার ঘোড়ার পিঠে। পুরো রাস্তায় বরফ। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় শুধু ... ঘোড়ার খুরে চলার পথ হয়েছে। এক জায়গায় বিশাল একটা পাইনগাছ রাস্তায় পড়ে গেছে সেখানে আমরা আবার ঘোড়া থেকে নামলাম, আমরা হেঁটেই গাছের ওপর দিয়ে টপকালাম, ঘোড়া অন্য পথ দিয়ে ঘুরে আবার ঐ জায়গায় এসে আমাদের নিয়ে ফিরল, ২৭ তারিখ গেলাম আরু ভ্যালি, আজ আর ঘোড়া নয়, গাড়িতেই গেলাম ২০ কিলোমিটার পথ। পাশে পাশে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। আরেক পাশে মিলিটারী ক্যাম্প, সবই বরফ ঢাকা। ক্যালেন্ডারের পাতার ছবির মত হুশ হুশ করে দৃশ্যগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। পৌঁছলাম আরু ভ্যালি। এখানে গামবুট ভাড়া নেওয়া হল। বরফে প্রচুর খেলা হল। স্লিপে চড়ার মত হড়কে নামছিলাম বরফ দিয়ে। আসতেই ইচ্ছা করছিলনা। কিন্তু ঘড়ি মেনে চলতেই হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরতে হল। হয়ে গেল পহেলগাও ঘোরা। আবার কাগজপত্তর নিয়ে ট্রাভেলার গাড়িতে চড়ে বসেছি সবাই। আমরা বন্ধুরা পাশাপাশি। পথে এক জায়গায় দুপুরের খাওয়াদাওয়া হল। শ্রীনগর পৌঁছলাম সন্ধ্যাবেলা।

আগমনী দাঁ
চতুর্থ শ্রেণী - খ

আগমনী দাঁ

শব্দ ~ জব্দ

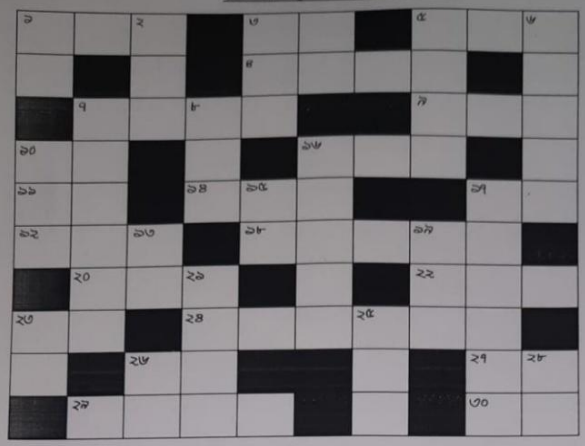

পাশাপাশি : ১ 'চাঁদের পাহাড়' গল্পের মুখ্য চরিত্র, ৩ ____ হল দোর খোলো... ৪ প্রতিবেশি দেশ, ৫ হলদিয়া একটি ____ শহর, ৭ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম, ৯ মহাসাগর/শ্রী অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১০ '____ টানলে মাথা আসে', ১১ এর অপর নাম জীবন, ১২ যে গাছ কিছু জড়িয়ে বাড়ে, ১৪ 'মশা মারতে ____ দাগা', ১৬ কাকের অপর নাম, ১৭ 'আমার এই ____ চলাতেই আনন্দ', ১৮ অন্যের উপকার করা, ২০ যে সেবা করে, ২২ কাকাবাবুর ____ রহস্য; পিরামিডের দেশ ২৩ "অবাক ____ পান" ২৪ ব্যাকটার্মে - বিপদে পড়লে ইহা করা হয়, ২৬ পারুল বোনের ____ ভাই, ২৭ বাজার করতে লাগে, ২৯ কৃপণ, ৩০ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তে আনা,

উপরনীচ : ১ চাঁদের অপর নাম, ২ 'হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ ____' ৩ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, ৫ রামের ১৪ বছর হয়েছিল, ৬ জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার প্রতিবাদে ইনি 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন, ৭ জীবনানন্দ দাশের সৃষ্ট বিখ্যাত নারী চরিত্র, ৮ সুভাষের পানিপুরী, ১০ চোখের প্রতিবিম্ব ১৩ নতুন ১৫ দার্জিলিং যা অবশ্যই দিতে হয় ১৬ রামায়ণে রামের সহযোদ্ধা, ১৭ সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয় ছায়াছবি ১৯ মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র। ২১ বলার মতন ২৩ মহাভারতে যে খেলায় পান্ডবরা হেরে গিয়েছিল, ২৫ ফেলুদার প্রধান অস্ত্র ২৬ রামায়ণের কান্ড সংখ্যা ২৮ তমলুকের পুরাতন নাম - তাম্র ____।

তানিশা দত্ত
শ্রেনি - চতুর্থ বিভাগ - খ

তানিশা দত্ত

সোনার পাথর

এক দেশে এক চাষি ছিল, সে খুব গরীব ছিল, চাষ করে তার দিন চলত। এক দিন সে গ্রামে চাষ করতে গেছিল। চাষি মাঠে খুড়তে খুড়তে একটা সোনালী রঙের চকচকে পাথর পেলো। সে খুব ভালো পাথর চিনত তাই অনেকক্ষণ ধরে পাথরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। চাষি মনে মনে বলল "এ সোনার পাথর নয়, এক সোনালী রঙের চকচকে পাথর"। "কিন্তু কিছু মজা করা যাক" চাষি বলল, দিয়ে সে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল "সোনা পেইছি সোনা পেইছি! বলতেই সব গ্রাম বাসীরা চলে এল। একজন বলে উঠল হঠাৎ "কোথা থেকে পেলে এই সোনা"? চাষি বলে উঠল, "এই মাঠে খুড়তে খুড়তে পেলাম যে"। চাষি সবাইকে পাথরটা দূর থেকে দেখিয়ে বাড়ি ফিরেগেল। চাষি তোষকের নিচে রেখে শুতে চলেগেল। পরের দিন উঠে সে তোষকের নিচে যখন পাথরটা নেবে বলে দেখল, তখন পাথরটা আর খুজে পেলনা। চাষি তখন হেসে বলল যে এই পাথর যে নিয়েছে সে কদিন পরে নিশ্চই বুঝবে এ সোনার পাথর নয়।

সুচনা — সব চকচকে জিনিস সোনা হয়না।

ময়ূরিমা দাস

শ্রুতার্থী দত্ত

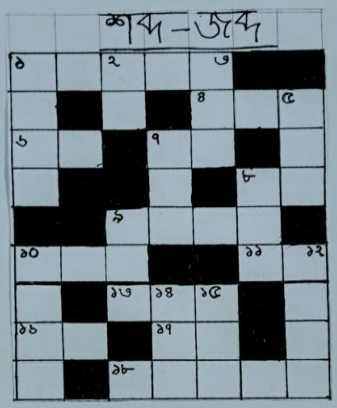

শব্দ - জব্দ

পাশাপাশি

১) যা নেই ভারতে তা আছে এখানে।
৪) ডানা - ডানি।
৬) কপাট।
৭) পুজো এবং বিবাহে লাগে।
৮) শুভ কাজে লাগে।
৯) পড়াশোনায় লাগে।
১০) ফুলের বাগান।
১১) এর অবলম্বন চাই।
১৩) জাহাজের পথ প্রদর্শক।
১৬) তুলদল।
১৭) জীবন।
১৮) মানব অনুভূতির একটি।

উপরনিচ

১) সাধু ভাষায় ব্যক্তিকে সম্বোধন করা।
২) সূর্য।
৩) একটা বাদ্য যন্ত্র।
৫) চোখ।
৭) মিষ্টান্ন বিষয়।
৮) স্বর্গ, মর্ত.....
৯) প্রাপ্য না পাওয়া।
১০) বৃষ্টি হলে জলে ভরে যায়।
১২) এর সিপাই কোনো কম্ম নাই।
১৪) দুর্গার সখী।
১৫) দোয়াত।

-শ্রুতার্থী দত্ত

ঠাকুর্মা ও মিনুর গল্প

S

ঠাকুমা ও মিনুর গল্প

মিনু নামে একটা মেয়ে ছিল, সে তার মা, বাবা, দাদু ও ঠাকুমার সাথে থাকত যখন মিনুর পড়াশুনা, খেলা হয়ে যেত তখন সে তার ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতো। একদিন তার ঠাকুমা বললেন যে তিনি একটা গল্প বলবেন। তিনি শুরু করলেন।

ঠাকুমার গল্প

একটা গ্রামে একজন লোকের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। সেই গ্রামটা মরুভূমির খুব কাছে ছিল, তৃষ্ণার্ত লোকটি একটি দোকানে গিয়ে বসল। সে দোকানদারের কাছে জল চাইল, দোকান দার তাঁকে বলল যে গ্রামটা মরুভুমির কাছে তাই সেখানে বছরে একবারই বৃষ্টি হয় সেইজন্য সেখানে পানীয় জলের ভীষণ অভাব ছিল, কিন্তু সেই দোকানদারের ছেলে রবি সেই লোকটাকে অনেক দুর থেকে জল এনে দিল। লোকটা অনেকটা জল খেয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। পরের দিন অজয় নামে একটা ছেলে রবির বাবার দোকানে এলো। অজয়ের একটা হাত ভাঙা ছিল, অজয় এসে রবির কাছে জল চাইল, রবি বলল তার কাছে জল নেই। অজয় বলল যে সে দেখেছে যে দোকানে এক হাঁড়ি জল আছে রবি বলল ঠিক আছে অজয় খেতে পারে। সে খেল এবং তার ভাঙা হাতটা ঠিক হয়ে গেল, এই কথাটা পুরো গ্রাম জেনে গেল। আস্তে আস্তে সেই দোকানটা একটা সেবাকেন্দ্রে পরিণত হল। রবি অনেক টাকা রোজগার করে অনেক বড়লোক হয়ে গেল। তারা একটা বড় বাড়ি বানালো। রবি অনেক মানুষের সেবা করলো। তারপর একদিন রবি জানতে পারল যে, যে লোকটা প্রথমে রবির কাছে জল খেতে এসেছিল সে একজন ঈশ্বরের দূত ছিলেন। আজ রবির এত উন্নতি তার জন্যই।

শিঞ্জিনী ভট্টাচার্য্য
চতুর্থ শ্রেণী
বিভাগ - খ

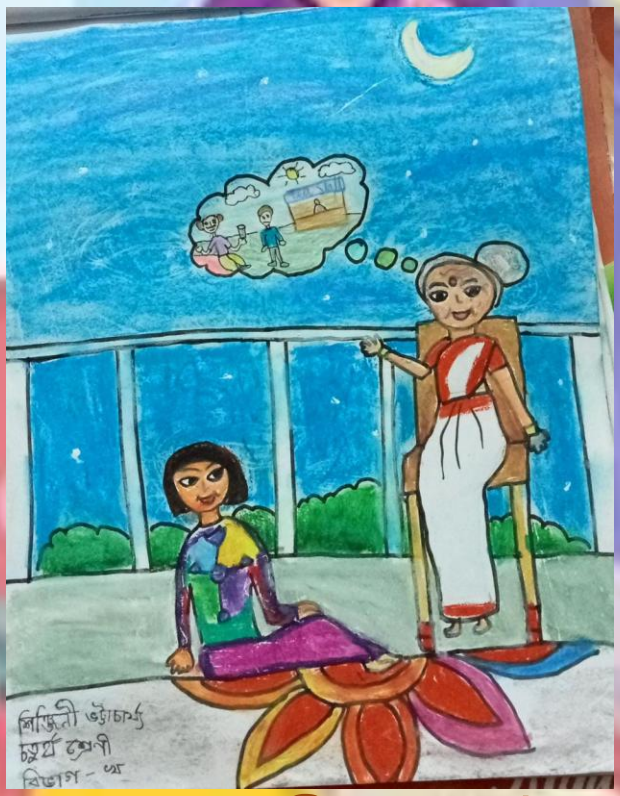

শিঞ্জিনী ভট্টাচার্য্য

সাক্ষাৎকার

সাধারনত আমরা স্কুল থেকে ফিরলে মায়েরা জানতে চায় আমাদের দিনটা কেমন কাটলো, কিন্তু এখন চিত্রটা অন্য, আমরা অনলাইন ক্লাস করছি ঘরে বসে আর মা যাচ্ছে স্কুলে, তাই আজ, আমি – তানিশা দত্ত আমার মাকে – যিনি একজন প্রিন্সিপালও বটে কিছু প্রশ্ন করব আর মা সেগুলোর উত্তর দেবে।

তানিশা : আজকের দিনটা তোমার কেমন কাটলো?

মা : আজকের দিনটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। ক্লাস নাইন আর টেনের পরীক্ষা শুরু হল। এ ছাড়া দুটো মিটিং ছিল, সব মিলিয়ে ভালোই কেটেছে।

তানিশা : প্রধানশিক্ষিকার কাজ তোমার কেমন লাগে?

মা : ভালো লাগে বলেই আমি এই পোস্ট নিয়েছি, শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগে, যখন একটা স্কুলের সার্বিক উন্নতির জন্য আমি কিছু করতে পারি, ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি।

তানিশা : তোমার স্কুলের দুষ্টু ছাত্রছাত্রীদের তুমি কি করো?

মা : আমার স্কুলে দুষ্টু ছাত্রছাত্রীদের কখনই শাস্তি দেওয়া হয় না, ওদের ডেকে এনে ভালো করে বোঝাই, খুব বেশি যারা দুরন্ত তাদের class monitor করে দিই, দায়িত্ব পেলে ওরা খুব ভালো থাকে, দুষ্টুমিও অনেক কম করে।

তানিশা : তোমার স্কুলে কোন কোন অনুষ্ঠান/দিন পালন করা হয়?

মা : ২৩ শে জানুয়ারি, ২৬ শে জানুয়ারি, ১৫ই অগাস্ট তো পালন করা হয়ই, এছাড়াও সরস্বতী পূজো, রবীন্দ্র জয়ন্তি, sports day, annual function day এসবও পালন করা হয়, Teachers' Day খুব সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীরা পালন করে।

তানিশা : এই অনুষ্ঠানগুলো পালন করার জন্য কি কোনো teacher কে দায়িত্ব দেওয়া আছে?

মা : এই অনুষ্ঠানগুলো পালন করার জন্য একটা cultural committee আছে যাতে ৫ জন teacher আছেন, তবে বাকি teachers রাও সাহায্য করেন, সকলে মিলেমিশে সুন্দর উপভোগ্য আয়োজন করেন।

তানিশা : Principal হিসেবে সবথেকে স্মরণীয় দিন তোমার কোনটা?

মা : আমাদের প্রত্যেক দিনই আলাদা, কিন্তু আমার সবথেকে ভালো লেগেছিল যেদিন Rotary Club এর তরফ থেকে আমাকে Women Achiever award দেওয়া হয়, অনেক জ্ঞানীগুনী জনে সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

তানিশা : Principal হিসেবে সবথেকে মজার ঘটনা কোনটা?

মা : আমার স্কুলটা বয়েজ স্কুল, XI – XII এ ছাত্রীরাও আছে, একদিন একজন অতিথি এসে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন principal কে? তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না যে মহিলা হয়েও আমিই Principal

তানিশা : তুমি কি ছোট থেকেই ঠিক করে রেখেছিলে Principal হবে ?

মা : না, না তা নয়, একটা বয়সের পর থেকেই আমার Administrative job ভালো লাগত, দীর্ঘ দিন teacher হিসেবে কাজ করে মনে হলো একটা স্কুলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলে ভালোই হয়, তখনই পরীক্ষায় বসি।

তানিশা : স্কুলের দায়িত্ব, বাড়ি ফিরে এসে আমার পড়াশুনা দেখা, বাড়ির দায়িত্ব, সব সামলাতে তোমার কষ্ট হয় না?

মা : মাঝেমাঝে একটু ক্লান্ত হয়ে যাই নিশ্চই কিন্তু যে কাজ ভালোবেসে করা হয় তা কখনই কষ্টকর হয় না, স্কুলের কাজটা আমার পছন্দের, আর তোমাকে ভালোভাবে তৈরি করতে পারলেই তো মা হিসেবে আমার গর্ব হবে, তাই দিনের শেষে আমি positive outlook নিয়ে পরের দিনের অপেক্ষা করি।

তানিশা : ভবিষ্যতে তোমার আর কি করার ইচ্ছে আছে ?

মা : আমি চাই আগামী দিনে আমার স্কুলের আরও উন্নতি হোক, state এর মধ্যে একটা সেরা স্কুলের স্বীকৃতি পাক, আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত হোক, দেশে বিদেশে ওদের নাম ছড়িয়ে যাক, সেটাও চাই, আর মা হিসেবে চাই তুমি মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠো।

তানিশা : মা, আমি একদিন নিশ্চই তোমাকে একজন ভালো ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে দেখাবো। তোমার অসংখ্য আশা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার মা is the best ❤❤

তানিশা দত্ত

তানিশা দত্ত

চিতোর ভ্রমণ

চিতোরগড় দুর্গ সম্বন্ধে আমি আমার বাবা, মা, ঠাকুরমা এবং দাদুর কাছে অনেক কথা শুনেছি, গল্পের বইতে ও পড়েছি। সেইসব শুনে আমার ওখানে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। অবশেষে আমার স্বপ্ন সত্যি হল। ১২ই অক্টোবর ২০২১ আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি। কোলকাতা থেকে প্রথমে আমরা প্লেনে করে জয়পুর গেলাম এবং ওখান থেকে রাতের ট্রেন ধরে উদয়পুর পৌছালাম। পরের দিন সকালে আমরা ৮টার সময় জলখাবার সেরে ৯টার সময় চিতোর এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওখানে পৌছে আমরা টিকিট কেটে একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে চিতোর দুর্গের দিকে এগিয়ে চললাম। দুর্গের ভিতরে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল। রাজস্থানের মানচিত্রে চিতোরগড় এমন এক ঐতিহাসিক স্থান যার কোণায় কোণায় ছড়িয়ে আছে রানা রতন সিংহ, রানা কুম্ভ এর বীরত্বের কাহিনী।

গৌমুখ জলাধার

চিতোরগড় দুর্গ

পদ্মিনী মহল

দুর্গটি ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। দুর্গটি একবার নয়, তিনবার ভাঙচুর করা হয়েছিল। আলাউদ্দিন খিলজি ১৩০৩ সালে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন, গুজরাটের বাহাদুর শাহ ১৫৩৫ সালে আক্রমণ করেন, এরপর মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৬৮ সালে। পৌরাণিক কাহিনী বলছে যে সকল অনুষ্ঠানে, যখনই পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল, পুরুষরা যুদ্ধে মারা না যাওয়া পর্যন্ত লড়াই করেছিল এবং মহিলারা জহর বা আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল।

৭০০ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় দুর্গ চিতোরগড় আর পুরো দুর্গ জুড়ে আছে ১৩কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর। দুর্গের পূর্ব দিকে আছে দুর্গে প্রবেশ করার দ্বার সূরজ পোল যেটি ১৩০৩সালে রানা রতন সিংহের আলাউদ্দিন খিলজির কাছে পরাজয় এর পর নিরাপত্তার জন্য পশ্চিম দিকে নতুন করে পরপর সাতটি পোল বানানো হয়। দুর্গের মধ্যে ৮৪টি জলাশয় বানানো হয়েছিল তার মধ্যে এখন ২০টি অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করে পরপর সাতটি পোল যথাক্রমে পদান পোল, ভৈরন পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জড়লা পোল, লক্ষণ পোল, রাম পোল অতিক্রম করে দুর্গে প্রবেশ করলাম। কেল্লার মূল কাঠামোর মধ্যে রয়েছে কীর্তিস্তম্ভ, বিজয়স্তম্ভ, পদ্মিনী প্রাসাদ, গৌমুখ জলাধার, সমাধিস্থর মহাদেব মন্দির, রানা কুম্ভ প্রাসাদ, মীরা মন্দির, কালিকামাতা মন্দির, জৈন মন্দির এবং ফতেহ প্রকাশ মহল। কথিত আছে চিতোর এর রাণীরা গৌমুখ সরোবরে স্নান সেরে সমাধিস্থর শিব মন্দিরে পূজা দিতেন। আমরা মীরা মন্দির এর মধ্যে মীরার গুরু রবিদাস এর পদাঙ্ক দেখলাম। দুর্গ কমপ্লেক্সের মধ্যে মোট 65টি কাঠামো রয়েছে। রানা কুম্ভ ১৪৪৮ সালে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন মাহমুদ শাহ প্রথম খিলজির উপর জয়লাভের জন্য। মিনারটি ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। টাওয়ারের পঞ্চম তলায় আছে সূত্রধর জয়তা, তার তিন ছেলের সাথে স্থপতির নাম। জৈন দেবী পদ্মাবতীকে উপরের তলায় রাখা হয়েছে,

অষ্টম এবং তৃতীয় তলায় আরবি অক্ষর এবং আল্লাহ শব্দটি খোদাই করা হয়েছে, যা রাজপুতদের ধর্মীয় বহুত্ব এবং সহনশীলতা দেখায়। কীর্তি স্তম্ভ ১২ শতকে বাঘেরওয়াল জৈন স্মরণার্থে নির্মাণ করেছিলেন প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর, আদিনাথ।

কুম্ভ মহল

মীরা মন্দির

রবিদাস এর পদাঙ্ক

সুরজ পোল

বিজয়স্তম্ভ

হনুমান পোল

গাইড কাকু আমাদের চিতোর এর পুরো ইতিহাস পথে যেতে যেতে বললেন এবং তিনি আমাদের এটাও বললেন যে চিতোর এর রাজপুত সেনাদের উত্তরসূরিরা এখনো ওখানে বাস করে। তারপর আমরা গাড়িতে উঠে হোটেলে ফিরে এলাম। আর মন ভরে দেখে গেলাম অতীত রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসকে বুকে আঁকড়ে ধরে আজও অমলিন পদ্মিনীর সেই চিতোরগড় দুর্গ।

সমাপ্ত

সৃজা ঠাকুর
শ্রেনী-চতুর্থ
বিভাগ-খ

Page :
Date : / /

কুইজ

১। কত বছর অন্তর অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়?
২। আগামী অলিম্পিক কোন সালে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
৩। ভারতের জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কের নাম কি?
৪। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল কে ছিলেন?
৫। ১৫ই আগস্ট ভারত ছাড়া আর কোন দেশ তাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করে?
৬। পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশি চকোলেট উৎপাদন হয়?
৭। রক্তচাপ (ব্লাড প্রেশার) মাপতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?
৮। প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীর নাম কি?
৯। ভারতের প্রথম আই.এ.এস কে ছিলেন?
১০। পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট দেশ কোনটি?
১১। মহাত্মা গান্ধীকে 'জাতির জনক' অভিধা কে দিয়েছেন?
১২। 'গুপি গাইন, বাঘা বাইন' গল্পটি কার লেখা?
১৩। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল কে আমরা কি নামে চিনি?
১৪। ভারতের কোন বৈজ্ঞানিক প্রথম নোবেল পুরস্কার পান?

১৫। কোন ভারতীয় প্রথম অস্কার পুরস্কার লাভ করেন?
১৬। কৌরব ও পান্ডবদের একমাত্র বোনের নাম কি?
১৭। মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের পুরো নাম কি?
১৮। পন্ডিত রবিশঙ্কর কোন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য চিরস্মরণীয়?
১৯। টেনিদা চরিত্রটির স্রষ্টা কে?
২০। ক্ষীরের পুতুল বইটি কার লেখা?
২১। 'কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান' কোন রাজ্যে অবস্থিত?
২২। লালকেল্লা কোন সম্রাটের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল?
২৩। কোন অঞ্চলকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়?
২৪। পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা কি?
২৫। রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিলেন কে?
২৬। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রামায়ণ অনুবাদ কে করেন?
২৭। ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা আই.পি.এস অফিসার কে?
২৮। শনি গ্রহের কতগুলি উপগ্রহ আছে?

সাত্বিকী চৌধুরী

দয়ালু মোহিনী

দয়ালু মোহিনী

একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মোহিনী, মোহিনী খুব সুন্দর, দয়ালু ও সরল মনের ছিল। মোহিনী তার মায়ের সাথে একটি গ্রামে থাকতো, তারা খুব দরিদ্র ছিল, তার মা একটি মাঠে কাজ করতো, আর মোহিনী তাকে সাহায্য করত, একদিন তার মায়ের খুব শরীর খারাপ হল, এরপর থেকে সে নিজে মাঠে কাজ করত আর তার পরিশ্রমের টাকা দিয়ে সংসার চালাতো। একদিন সে মাঠে কাজ করছিল, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল মোহিনী, মাঠের শেষ প্রান্ত থেকে আওয়াজটা আসছিল, মোহিনী ছুটে গিয়ে দেখল একটা রাখাল ছেলে একটা গর্তের পাশে বসে কাঁদছে আর তার ভেড়া গুলো ঘাস খাচ্ছে, মোহিনী তাকে জিজ্ঞেসা করল যে সে কেন কাঁদছে? রাখালটা বলল 'জমিদার বাবুর প্রিয় ভেড়াটা এই গর্তে পড়ে গেছে, যদি আমি খালি হাতে ফিরে তাহলে আমার কাজটা আর থাকবে না আর আমাকে জায়গা রাখবেন না, তাই আমি কাঁদছি',
মোহিনী কিছুক্ষন ভেবে দৌড়ে গিয়ে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে আসলো, তারপর সে রাখালকে বলল 'তুমি এটাকে ধরো আমি এর সাহায্যে নিচে নামব এবং ভেড়াটাকে নিয়ে যখন আমি বলব 'টানো' তখন তুমি তোমার সব শক্তি দিয়ে দড়িটাকে টানবে', রাখাল মোহিনী যেমন বলেছিল তেমনই করেছিল আর অবশেষে সে মোহিনী ও ভেড়াটাকে বের করল, রাখাল খুব খুশি হয়ে মোহিনী কে ধন্যবাদ জানালো ও বলল 'আমি তোমার জীবনে একবার নিশ্চয় সাহায্য করব', তারপর তারা তাদের যে যার নিজেদের জীবনে ফিরে গেল, কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটল, যে রাখালকে মোহিনী সাহায্য করেছিল সে এসে সু-সংবাদ দিলো যে সে একটা চাকরির ও থাকার ব্যবস্থা

করেছে তাদের জন্য জমিদার বাবুর বাড়িতে। এরপর থেকে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করল।

নীতি কথা - মানুষ ও প্রাণী, দুই-ই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। তাই উভয়কেই ভালোবাসা ও সাহায্য করা উচিত।

- নন্দিকা মিত্র
চতুর্থ শ্রেণী
'খ' বিভাগ

স্বাস্থ্য

জন্ম থেকে মৃত্যু, এই দীর্ঘ সময়ে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে সকলে চায়। মানুষ জীবিত কালে অনেক অর্থ উপার্জন করলেও, শারীরিক ভাবে মানুষ যদি সুস্থ না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পদের কোন মূল্যই থাকে না। তাই সুস্বাস্থই ,স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে হলে, মানুষের জীবনের অন্যতম স্বম্পদ।

আজকের দিনে পরিবেশের দূষণ, দুরন্ত জীবন যাপন, রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া খাদ্য সামগ্রী, ইত্যাদি অনেক কারণের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ ভাবে বাঁচতে হলে আমাদের সুষন খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন।

সুস্থ ভাবে দীর্ঘ কাল বাঁচতে গেলে প্রথমত সুষম খাবার খেতে হবে; দ্বিতীয়ত ৭-৮ ঘন্টা ঘুম; তৃতীয়ত প্রত্যেক দিন ব্যায়াম করা উচিত; চতুর্থত POSITIVE ভাবা উচিত।

সুষম খাবারের দুই রকমের ভাগ:-

MACRONUTRIENT ও MACRONUTRIENT.

Macronutrients:- চাল, গম, ডাল, মাছ ইত্যাদি ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট বা শরীর গঠনে সাহায্য করে।

Micronutrients:- ফল, যা শরীর কে অসুস্থতার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

(খাদ্য বিশেষজ্ঞ)

অনুলিখন: অদিত্রী ভঞ্জ

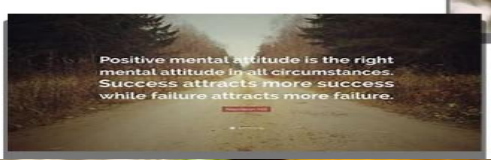

ADITRI BHANJA IV B

শ্রীদার্থী পোদ্দার

আইশিকা দত্ত

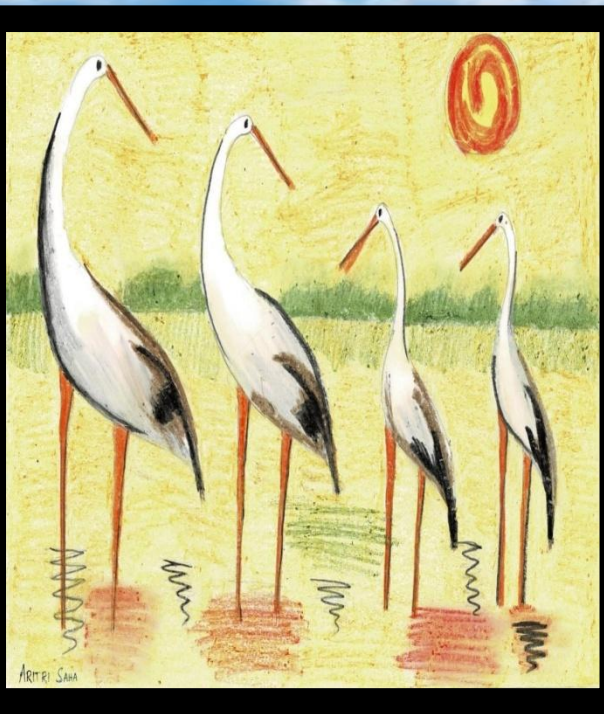

অরিত্রী সাহা

নন্দনা সাহা

ছবি আঁকা

মানুষ ভাবতে ভালোবাসে। মানুষের মাঝে যেসব ভাবনা খেলা করে সেগুলোর শিল্পময় প্রকাশই ছবি আঁকা। কে কখন ছবি আঁকা শুরু করেছিল তা বলা মুশকিল। তবে মানুষের আঁকা সবথেকে পুরোনো ছবির কথা জানা যায়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে আলতামিরা নামক এক গুহায় প্রথম মানুষের আঁকা ছবির সন্ধান মেলে। যেকোনো মানুষই ছবি আঁকে। এমন কোনো মানুষ নেই যে শৈশবে কোনো দিন ছবি আঁকেনি। যে কোনো ছবি, হতে পারে তা কোনো পশু, পাখি, মাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, গোপ এর কোনো না কোনোটি মানুষ শৈশবে একবার হলেও এঁকেছে। আঁকতে আঁকতে অনেকের ছবি আঁকাটাই নেশা হয়ে যায় এবং শৈশবে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ছবি আঁকা নিয়েই তাদের স্বপ্ন ছবি আঁকাই তাদের নেশা হয়ে যায়। তারা নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায় ছবি আঁকার মাধ্যমে। পৃথিবীতে অনেকে বিখ্যাত হয়েছে শুধু ছবি এঁকে।

মেলিপর্ণা রায়

উত্তর

১। চার বছর
২। ২০২৪ সাল, প্যারিসে
৩। মিতালি রাজ
৪। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী
৫। উঃ-দঃ কোরিয়া, কঙ্গো, বাহরিন
৬। ঘানা, আফ্রিকা
৭। স্ফিগমোম্যানোমিটার
৮। ক্যাপ্টেন রাকেশ শর্মা
৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০। ভ্যাটিক্যান সিটি
১১। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
১২। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
১৩। ভগিনী নিবেদিতা
১৪। স্যার সি. ভি রমন
১৫। ভানু আথাইয়া (1982)
১৬। দুঃশলা
১৭। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ ব্যাস
১৮। সেতার বাদন
১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১। আসাম
২২। শাহজাহান
২৩। লাদাখ
২৪। ম্যান্ডারিন (চিনা)
২৫। নবীনচন্দ্র দাস
২৬। কৃত্তিবাস ওঝা
২৭। কিরন বেদি
২৮। বিরাশিটা

সাত্ত্বিকী চৌধুরী

ভুলভুলাইয়া

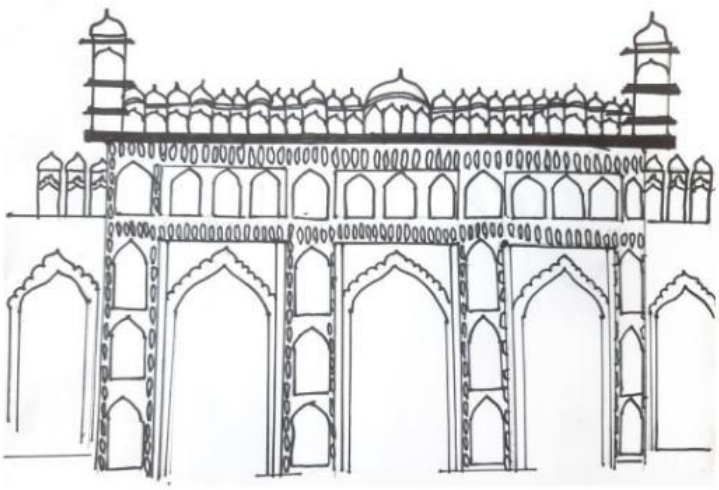

মা এবং বাবার কাছ থেকে ভুলভুলাইয়ার গোলকধাঁধাঁর অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে আমরা সবাই বেনারাস থেকে ট্রেনে করে লখনউ শহর পৌঁছালাম। এই শহরের বড় ইমামবাড়ার মধ্যেই আছে আমার প্রধান আকর্ষণের জায়গা "ভুলভুলাইয়া"।

পরের দিন সকাল বেলা জলখাবার করে অটো করে আমরা বড় ইমামবাড়া পৌঁছালাম। আমি এবং আমার দিদি কটোন ক্যান্ডি খেতে খেতে, সবাই মিলে প্রথমে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম । বড় ইমামবাড়া কথার মানে হল ঠাকুরের বাড়ি তাই সেখানে জুতো পরে যাওয়া মানা তাই আমরা জুতো জমা করে ভিতরে ঢুকলাম। ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ১০০০ খানা রাস্তা এবং ৪৮৯ খানা এক রকম দেখতে দরজা আছে তাই গাইড ছাড়া ঢুকলে আমরা হারিয়ে যেতে পারি তাই আমরা গাইডকে সাথে নিয়ে ভুলভুলাইয়ার দিকে এগোলাম । ওখানে গাইড কাকু বড় ইমামবাড়া আর ভুলভুলাইয়ার ইতিহাস বললেন। নবাব আসিফ-উদ-দৌল্লা এই বড় ইমামবাড়া আর ভুলভুলাইয়া তৈরী করান। আমাদের গাইড কাকু আগে আগে চলতে লাগলেন আর আমরা ওনার পেছন পেছন, কত রাস্তা কত গলি যে পার হলাম তা মনে নেই তার পর গাইড কাকু আমাদের একটা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে একটু এগিয়ে গিয়ে পাসের দেওয়ালে ফিস ফিস করে কিছু কথা বললেন আর আমরা সবাই আমাদের সামনের দেওয়ালে কান পেতে সেই কথা শুনতে পেলাম। রাজার বিরুদ্ধে কেউ যেন কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে তাই এই ব্যাবস্থা। শেষে আমরা সবাই মিলে ছাদে এসে নানারকমের ফটো তুলতে লাগলাম। গাইড কাকু আমাদেরকে বললেন যে আমরা এবার একটা খেলা করবো যে আমাদেরকে রাস্তা খুঁজে নিজেদের বাইরে বেরোতে হবে তবে গাইড কাকু আমাদের পেছনে থাকবেন যাতে আমরা হারিয়ে না যাই। বাবা তখন আমাদের নতুন গাইড হলেন আমরা সবাই আমার বাবাকে অনুসরন করতে লাগলাম। বাবা এর আগে অনেকবার এই ভুলভুলাইয়া এসেছেন । বাবা বললেন যে এখানে পথ গুলিয়ে যায় কারণ এখানে যত ওপরের দিকে ওঠা যায় তত নীচে নামতে থাকবো আর যত নীচে নামবো ততই আমরা ওপরের দিকে উঠতে থাকবো। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম! তারপর বাবাই শেষ পর্যন্ত রাস্তা খুঁজে আমাদের সবাইকে বাইরে নিয়ে এলেন। মনে হলো আমরা একটা যুদ্ধ জয় করে ফেললাম একদম 'Harry Potter' এর মতো।

তনিষ্ঠা বসু
চতুর্থ শ্রেনী
বিভাগ - 'খ'

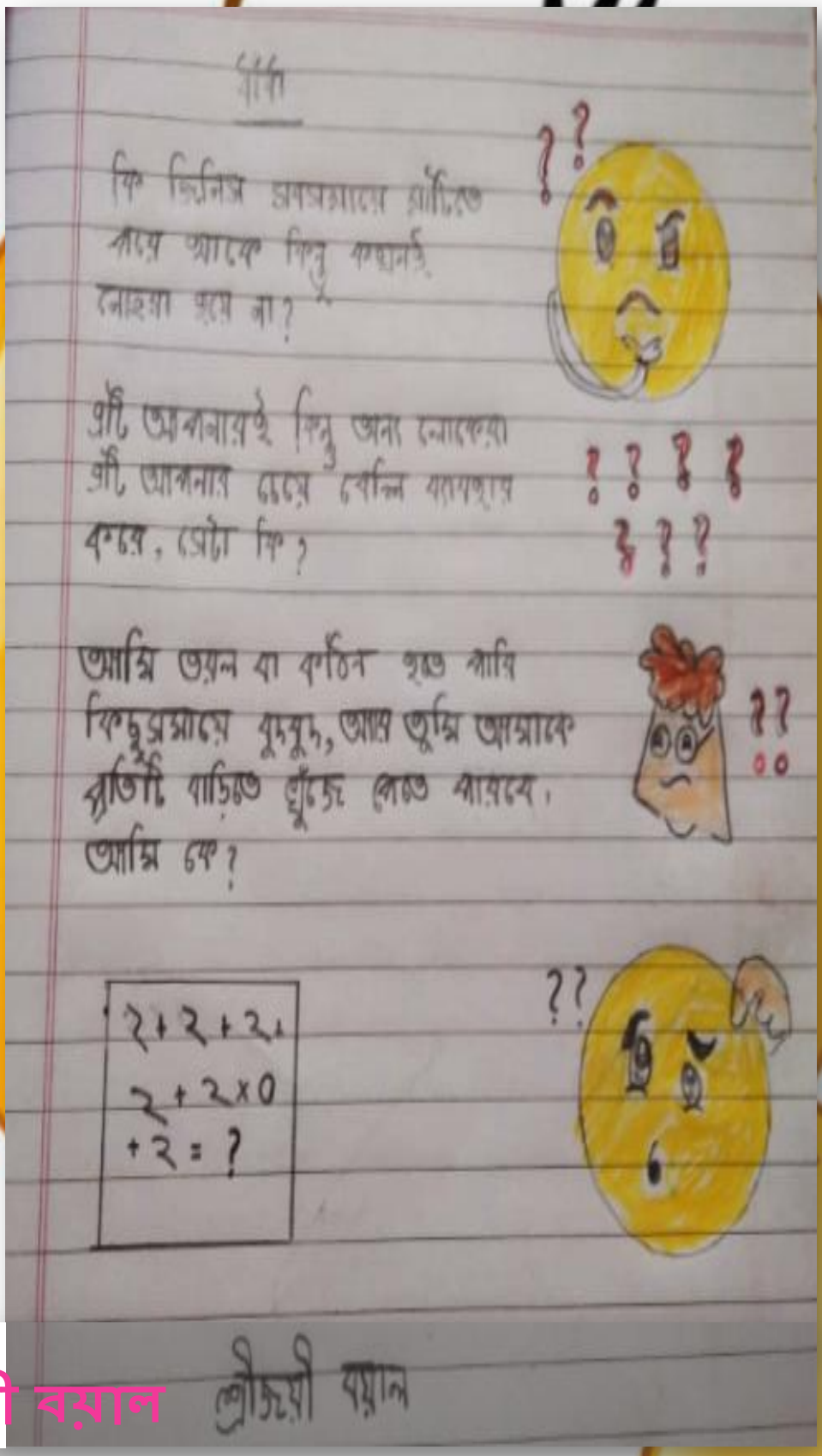

ধাঁধা

কি জিনিস ডাসবাসের বাঁটিতে বসে থাকে কিন্তু কখনই ভেজা হয় না?

এটি আপনারই কিন্তু অন্য লোকেরা এটি আপনার চেয়ে বেশি ব্যবহার করে, সেটা কি?

আমি তরল বা কঠিন হতে পারি কিছু সময়ে গুরুগুরু, আর তুমি আমাকে প্রতিটি বাড়িতে খুঁজে পেতে পারবে। আমি কে?

২+২+২+ ২+২×0 +২ = ?

শ্রীজয়ী বয়াল

শ্রীজয়ী বয়াল

আমেরিকান ডায়েরি

লেখিকা -আরাধিতা সিংহ

4B

আমার নাম আরাধিতা সিংহ। আমি লরেটো ডে স্কুল বউবাজারের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আমি বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের একটি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকি। আমার জন্ম টেনেসি রাজ্যে। কিন্তু আমি মাত্র এক বছর চার মাস বয়সে কলকাতাতে চলে যাই।ফলত আমেরিকার সংস্কৃতি, জীবনযাপন ,লোকজন কিছুই জানা হয়ে ওঠে না।তার পরে আবার আমার আট বছর বয়সে বাবার চাকরিসূত্রে আমি আবার এখানে আসি। প্রথমে আমি বা আমার মা কারোরই কলকাতা ছেড়ে স্কুল, মা র কলেজ,আমাদের পরিবার, আমার বন্ধুবান্ধব কলকাতার মজা ছেড়ে এখানে আসতে ইচ্ছে করছিল না।আসার আগের দিন যখন আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু নন্দনার সাথে দেখা করি তখন মনটা খুব খারাপ লেগেছিল এই ভেবে যে আমি যদি কলকাতা থেকে চলে যাই তাহলে তো আমি আর ওর সাথে দেখা করতেও পারব না,খেলতে পারব না,আমাদের আইডিয়া শেয়ার করতে পারব না ।কিন্তু তার পরে এখানে এসে অনেক দিন পরে বাবার সাথে সময় কাটাতে পেরে এবং নন্দনা সাথে ভিডিও কলে কথা বলতে পেরে সেই মন খারাপটা কিছুটা হলেও কমেছে ।আমরা যখন এখানে আসি তখন Covid 19 এর জন্যে অনেক নিয়মাবলি অবলম্বন করতে হয়েছিল। প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টার যাত্রা ছিল আমাদের।মাস্ক ,পিপিই কিট পরে আমাদেরকে ফ্লাইটে আসতে হয়েছিল। এগুলো পরে মনে হয়েছিল যে ডাক্তার ,নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনের পর দিন কত কষ্ট সহ্য করে আমাদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

প্লেনের জার্নিটা অনেক দীর্ঘ ছিল কিন্তু আমি গল্পের বই পড়ে ,প্লেনের সিটের সঙ্গে লাগানো মিনি স্ক্রিনে স্ক্রিনে মুভি দেখে সময় অতিবাহিত করেছি। প্লেন টেকঅফ করার পরে জানালা দিয়ে যখন দেখছি তখন ঘরবাড়ি,রাস্তা এগুলোকে লিলিপুটের মতো লাগছিল। তিনবার প্লেন চেঞ্জ করে ,ইমিগ্রেশন চেকিং করে যখন শেষে বাবার কাছে এসে পৌঁছলাম তখন অনেক দিন পরে বাবাকে পাওয়ার আনন্দে মনটা ভরে গিয়েছিল ।ক্যালিফোর্নিয়াতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য যাতায়াতব্যবস্থার প্রধান হল নিজের গাড়ি কারণ এখানে আমাদের দেশের মতন ট্রেন , বাস এগুলো চলে না। এখানে রাস্তাঘাট , চারিদিক এত পরিষ্কার দেখে মনে হয়েছিল আমরাও যদি এ ভাবে ভারতবর্ষে আমাদের জায়গাকে পরিষ্কার রাখতে পারি।ক্যালিফোর্নিয়াতে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাবার গাড়িতে করে বাবা যেখানে থাকেন সেখানে আমরা যাই। বাবা আমাদের জন্য আগেই রান্না করে রেখেছিল। বাড়ি গিয়ে বাথরুমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে ঢুকে আমি অবাক হয়ে যাই এখানে বাথরুমের মেঝেতে কোনও জল যাতে না পড়ে তার জন্য বাথটাবের মধ্যে স্নান করতে হয়।এখানে বাড়িগুলো সব কাঠের এবং মেঝেগুলো কাঠ দিয়ে বানানো । যাতে জল না পরে ঘরের মেঝে না খারাপ হয় তার জন্য কার্পেট পাতা। পুরো ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা পাঁচটা টাইম জোনে বিভক্ত । সেন্ট্রাল ,প্যাসিফিক ,মাউন্টেন, আলাস্কা, হাওয়াই ।ক্যালিফোর্নিয়ায় প্যাসিফিক টাইম জোনে পড়ে । ক্যালিফোর্নিয়াতে যখন একটা নির্দিষ্ট সময় তখন আমেরিকার অপর প্রান্ত হয়তো এক ঘন্টা এগিয়ে বা পিছিয়ে রয়েছে। আমি ইন্ডিয়ার সব জায়গাতেই একই টাইম দেখেছি সব সময় !এখানে এসে এটা দেখে আমার খুব অবাক লাগে। বাবা আমাকে এইরকম বিভিন্ন টাইমজোন হওয়ার কারণগুলো বুঝিয়ে বলেন।

এখানে এসে জানুয়ারি মাসে আমি স্কুলে ভর্তি হই । অনেকদিন পরে স্কুলে যেতে পেরে খুব ভালো লাগছিল । কিন্তু প্রথমে আমার বন্ধুরা আমার সাথে আমাদের ইংরেজি অ্যাকসেন্ট গত পার্থক্যের জন্য আমার কথা বুঝতে পারছিল না বলে মনটা খুব খারাপ হয় কিন্তু তারপর কিছুদিনের মধ্যে আমি এখানকার অ্যাকসেন্ট রপ্ত করে নেওয়ায় ওদের

সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এখানে আমাদের স্কুল শুরু হয় সকাল আটটায়।সকালের অ্যাসেমব্লি হয়ে যাওয়ার পরই আমাদেরকে বড় স্কুলমাঠে দু পাক দৌড়তে হয় ।এখানে পড়াশোনার সাথে সাথে সবাইকে স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করাটা বাধ্যতামূলক ।আমার প্রথম ক্লাস টিচারের নাম মিসেস মারকেইজি।এখানে টিচারদের কে ম্যাডাম বা স্যার বলা হয় না।যেমন আমরা আমাদের টিচার কে মিসেস মারকেইজি বলেই ডাকি।এখানে স্কুলের বইগুলো সব স্কুলেই থাকে বাড়িতে কোনো বই দেওয়া হয় না। আমাদের অনেক অনলাইনে প্রজেক্ট ,ওয়ার্কশিট করতে হয়।আমাদের দেশে স্কুলগুলো যেমন বিভিন্ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকে সেরকম এখানেও স্কুলগুলো স্কুল ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

এবার আসি এখানকার সামাজিক ,সাংস্কৃতিক, লোকজন ,খাদ্যাভ্যাসের কথায় ।এখানে আমাদের কলকাতার মতো পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় দোকান বা বাজার বসে না ।এখানে বাজার ,দোকান ,জামাকাপড় কিনতে গেলে আমাদের বিগবাজারের মতো ওয়ালমার্ট, কস্টকো এসব জায়গায় যেতে হয় । এখানে রাস্তার দু ধারে খুব উঁচু উঁচু পাইন ট্রি , গোলাপবাগান, গাঁদা ফুলের বাগান দেখতে পাওয়া যায়।প্রত্যেকটা আবাসনের মধ্যেই বড় বড় সুইমিং পুল, পার্ক এগুলো থাকে ।আমি কলকাতা থেকে সুইমিং শিখেছিলাম বলে এখানে আমি প্রায় প্রত্যেকদিনই সুইমিং পুলে গিয়ে সুইমিং করি। এখন আমি এখানে টেনিস ক্লাবেও জয়েন করেছি ।আমার বাড়ি থেকে আধ ঘন্টা দূরত্বেই অনেকগুলো সি বিচ আছে ।আরভাইন শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের পারে ফলত মাঝেমাঝেই প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ের সি বিচে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে খুব ভাল লাগে ।প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী শহর হওয়ায় এখানে খুব একটা গরম বা খুব একটা ঠান্ডা থাকে না ফলত সকালবেলায় গনগনে রোদের মধ্যেও একটা আরাম অনুভব হয় । আমার বাড়ি থেকে হলিউড খুব একটা দূরত্বে নয় ।একটা পাহাড় আছে যেখানে গেলে হলিউড সাইনটা দেখতে পাওয়া যায় ।হলিউড হলো সেই জায়গা যাঁরা সারা পৃথিবী বিখ্যাত সিনেমা বানায় ।সেই সব বিখ্যাত ছোটদের সিনেমা যেমন মাদাগাস্কার ,মনস্টার আইএনসি এগুলো এখানেই হয়েছে।

খুব বড় করে পালিত হয় ।বাড়িগুলোকে খুব সুন্দর করে লাইট দিয়ে সাজানো হয়' সবাইকে কেক চকোলেট দেওয়া হয়।

প্রথম প্রথম এখানে এসে মন খারাপ লাগলেও এখন জায়গাটাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে। আমি চাই আরও যেন বেশ কিছুদিন আমি এখানে থাকতে পারি।

আরাধিতা সিংহ

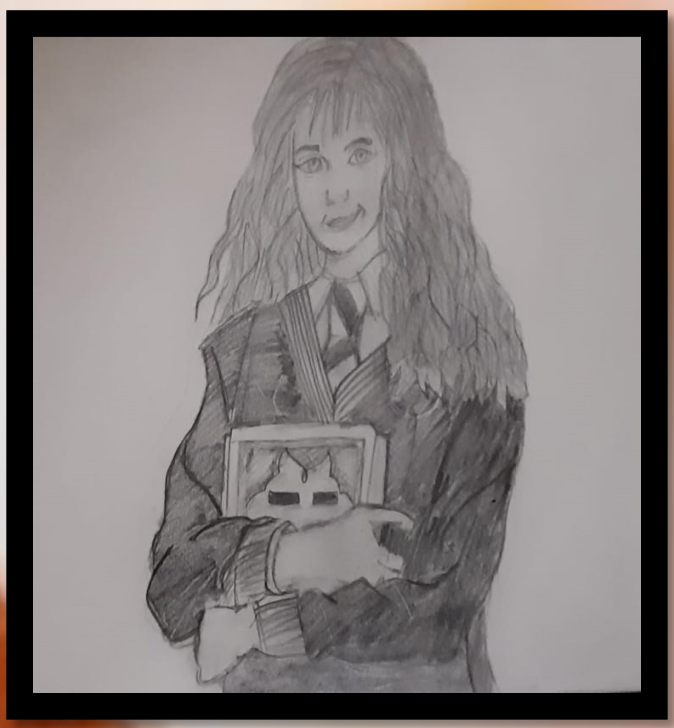

নন্দনা সাহা

আগমনী দাঁ

আইশিকা দত্ত

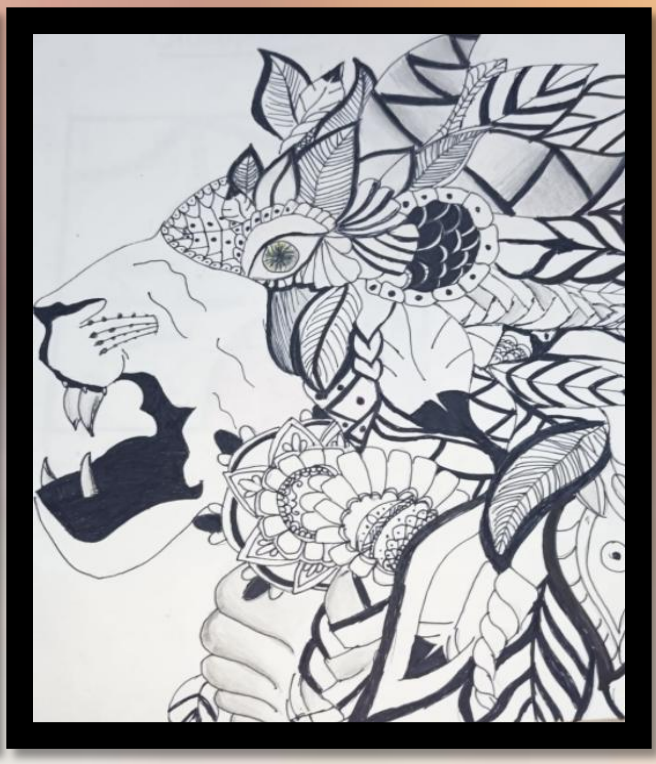

সানভিকা ঘোষ

ক্রিকেট

বর্তমানে বিশ্বে ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেট, একটি বিদেশি খেলা। ক্রিকেটকে বলা হয় খেলার রাজা। দীর্ঘ সময়ের খেলা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ক্রিকেট খেলা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ক্রিকেট খেলার জন্মভূমি ইংল্যান্ডে। ক্রিকেট খেলা তিন ধরনের। যথা- টেস্ট ম্যাচ অর্থাৎ পাঁচ দিনের খেলা, ওয়ানডে ম্যাচ অর্থাৎ এক দিনের সীমিত ওভারের খেলা, এবং টি টোয়েন্টি ম্যাচ।

ক্রিকেট দু'দলে খেলতে হয়। প্রত্যেক দলে এগারোজন করে খেলোয়াড় থাকে। ক্রিকেট খেলার জন্য একটি কাঠের ব্যাট ও কাঠের বলের প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে দেশ বিদেশে ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। এ খেলার মাধ্যমে দেশে দেশে গড়ে উঠে সখ্যতা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ খেলা সকল মানুষকে এক কাতারে সামিল করে। যা বিশ্ব শান্তির দ্বার উন্মোচিত করে সহজেই।

দিভিজা ঘোষ

একটি ভ্রমণ কাহিনী

আমরা জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়েছিলাম ২০২০ সালের ৬ই মার্চ, আমার বাবা, মা, সাথে আমার মাসি, মেসোমশাই এবং আমার মাসির ছেলে সোমরাজ, আমি ওকে দাদা বলি, আসলেই বলে রাখি দাদা খুব দুষ্টু, দাদা এখন পড়ে আমাদের কলেজে, ভীষণ আনন্দ হয়েছিল ক্ষেত্রে যাব বলে, বেশী আনন্দ হয়েছিল দাদার সাথে যাব বলে, আগের দিন রাত্রে বেলা একটু ঘুম হয় নি, আনন্দে, আমি আগে কখনও এতদূরে বেড়াতে যাইনি, এই প্রথম যাচ্ছিলাম, সকালে সাড়ে সাতটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই দাদাকে দেখেই এমন চীৎকার করে উঠলাম, সবাই হেসে ফেললাম, ট্রেনের নাম ছিল ফলকনুমা এক্সপ্রেস, ট্রেনে উঠে আমরা প্রথমে সিট চুজ করে বসেছিলাম, একটু পরেই শুরু হল দাদার দুষ্টুমি, যত রকম ছিল আমার সাথে খেলা করছিল, খুব মজা করে ক্লান্ত হয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, পরের দিন সকালে ১১:৩০ মিনিটে আমরা ভুবনেশ্বর [redacted] স্টেশনে নামলাম, তারপর গাড়ী করে হোটেলে পৌঁছে স্নান করলাম। বিকেল বেলায় একটি মন্দিরে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে ভুবনেশ্বরের

লেক দেখলাম, বোটিং করলাম, হর্স-
রাইডিং হল শুরু, তারপর হায়দ্রাবাদী
বিরিয়ানী খেয়ে বাড়ী ফিরলাম, নতুন
নতুন সেই বিরিয়ানী, পরের দিন সকালে
জল খাবার খেয়ে আমাদের গন্তব্য
গেলাম এবং মিউজিয়াম দেখতে, এটি
একটি আর্ট মিউজিয়াম, তারপর আর সে
তিনটি মিউজিয়াম আছে তার মধ্যে একটি
একটি অন্যতম, গেলাম এবং সেখানকার
অনেক বিখ্যাত জিনিস দেখলাম,
বিশ্বের একটি বৃহত্তম মিউজিয়াম, তারপর
আমরা দেখলাম গোলকোণ্ডা ফোর্ট,
এটি একটি প্রাচীন দুর্গ। এটি কুতুবশাহী
রাজাদের রাজধানী ছিল, তারপর আমরা
গেলাম চারমিনার মার্কেট, চুড়ি কেনা,
আর আমাদের দুষ্টুমি, রাতে খাওয়া,
[illegible] সেই [illegible], [illegible] -
[illegible] এত [illegible] যে আমাদের
ভয় লাগছিল, আমি তাতে হাত
[illegible] ধরেছিলাম, একদিন আমরা
গেলাম রামোজি ফিল্ম সিটি দেখতে,
ওটা তো নতুন অভিজ্ঞতা, ওখানে
আমি আর সুমন আনন্দ করেছি
করেছি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত
ছিল সবাই খুব খুশি হয়েছিল, তার পর

মাসি, মামার আর মেসোর আর
আমি পুজোয়, একদিন দেখলাম
চৌমহল্লায় প্যান্ডেলে, ভিড়ের মধ্যে-
লেগেছি, এমনি করে- কি করে- পাঁচটা
দিন চলে গেল, বুঝতেই পারলাম
না, আমি আর পুজোর বিসর্জনের
কাছে সকলের বলেছিলাম কি মজার
হল, এই কদিন পড়াশুনা নেই,
আবার- ট্রেনে উঠে পড়লাম, বাড়ী
ফিরে আসার জন্য, যত আনন্দ
হয়েছিল যাওয়ার সময় ততটাই কষ্ট
হচ্ছিল ফেরার সময়, কিন্তু কি-
করব বাড়ি তো ফিরতেই হবে, পুজোর-
জন্য বেশী মন খারাপ করছিল,
তবে আবার ও জানি আসছে বছর
একটা বছর বাকি হচ্ছে, মা আসছেন
আমি তো ঘুরি, এই সময় আবার-
বেড়াতে যাব, খুব মজা করেছি,

অরিত্রী চক্রবর্তী—
চতুর্থ শ্রেণী—

অরিত্রী চক্রবর্তী

চকোলেট কেক

উপকরণ:-

১. ২ কাপ ময়দা
২. ২টো ডিম
৩. ১½ কাপ সাদা তেল
৪. ১½ কাপ চিনি গুঁড়ো
৫. দুধ
৬. বেকিং পাউডার ১ চামচ
৭. বেকিং সোডা ½ চামচ
৮. কোকো পাউডার
৯. চকোলেট
১০. ক্রীম টপিং

প্রণালী:-

প্রথমে একটি পাত্রে ২ কাপ ময়দা ও গুঁড়ো চিনি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তার মধ্যে ডিম ফেটে দিতে হবে, এর পর সাদা তেল বেকিং পাউডার বেকিং সোডা দিয়ে মিশিয়ে অল্প 'অল্প করে দুধ' দিয়ে মিশ্রন বানিয়ে নিতে হবে তারপর পরিমান মত কোকো পাউডার দিয়ে 'ব্লেন্ডারের সাহায্যে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে এরপর মিশ্রনটি অন্য একটি পাত্রে ঢেলে বেক করে নিতে হবে বেক হবার পর কেকটি ২টি ভাগে ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে তারপর দুটি স্তরের মাঝখানে ক্রীম টপিং দিয়ে কেকের উপরে গলানো চকোলেট ঢেলে দিতে হবে এরপর চকোলেট চিপ্‌স ও ক্রীম টপিং দিয়ে সাজালেই চকোলেট কেক প্রস্তুত হয়ে যাবে,

শ্রীদাত্রী পোদ্দার
শ্রেনী - চতুর্থ
বিভাগ - খ

শ্রীদার্থী পোদ্দার

চাটাই

গুঁড়ো মশলা

হনুমান চন্দ্র দত্ত (চাটাই) প্রাইভেট লিমিটেড

ধামাকা অফার

একপেকেটের সঙ্গে চার প্যাকেট বিনামূল্যে

ঝিটকিপোঁতা রোড, গ্রাম ঝিটকিপোঁতা, পোস্ট - ফুলেনবালা রানাঘাট

উনসানা মুখার্জী, বিভাগ - খ,
শ্রেণী - চতুর্থ

শব্দ জব্দ সমাধান

তানিশা দত্ত

কৃতার্থী দত্ত

দাবা

দাবা একটি জনপ্রিয় খেলা যা বোর্ড বা ছকবোর্ডের উপর খেলা হয়। দাবা খেলার সর্বপ্রথম সূচনা হয় ভারতবর্ষে। ঠিক কোথায় সর্বপ্রথম দাবা খেলার উৎপত্তি, সেটি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দাবা বোর্ডে বর্গাকৃতি ৬৪টি সাদা কালো ঘর থাকে। ঘরগুলোতে প্রতিটি খেলোয়াড়ের একটি করে রাজা, মন্ত্রী, দুটি করে-নৌকা, ঘোড়া, গজ এবং ৮টি করে পেয়াদা সহ মোট ১৬টি গুটি থাকে। অমর গেম, চিরসবুজ গেম এবং অপেরা গেম কিছু বিখ্যাত দাবা খেলার উদাহরণ। নিয়াজ মোরশেদ, রানী হামিদ ও রিফাত বিন সাত্তার (বাংলাদেশ), বিশ্বনাথন আনন্দ (ভারত), ববি ফিশার (যুক্তরাষ্ট্র), নাইজেল শর্ট (ইংল্যান্ড) ও ম্যাগনাস কার্লসেন (নরওয়ে) কয়েকজন বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়। আমি নিজেও দাবা খেলি। দাবা খেলা প্রথম আমাকে শিখিয়ে ছিল আমার বাবা। আমার দাবা খেলতে ভীষণ ভালো লাগে এবং আমি রোজ দাবা খেলি।

সৃজা ঠাকুর
চতুর্থ শ্রেণী

সৃজা ঠাকুর

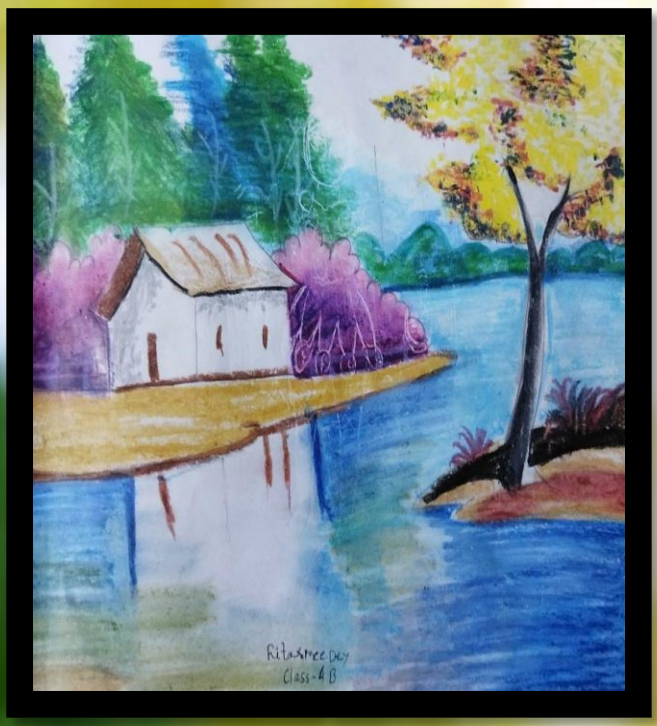

ঋতাশ্রী দে

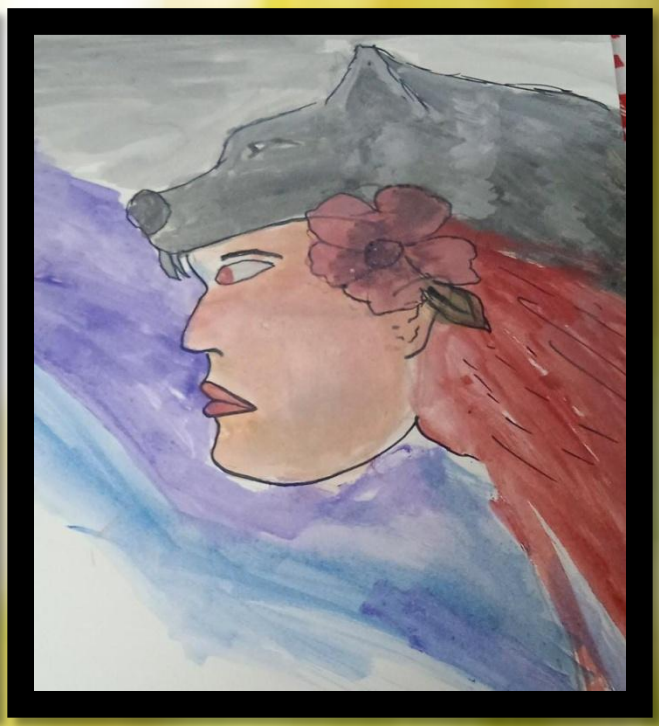

ঐশী ভট্টাচার্য্য

ঐশ্বাণী গাঙ্গুলী

আদিত্রী ভঞ্জ

পাশাপাশি:
১. যেই ফুল গন্ধের রাজা কিন্তু গায়ে কাঁটা
২. আলোর উৎস
৩. ফুলের পাপড়ি

উপর নীচে:
৪. বৃদ্ধরা যষ্টির সাহায্যে হাঁটতে পারে
৫. আলোর আরেক নাম
৬. দুর্গার আরেক রূপ

দিভিজা ঘোষ

নন্দনা সাহা

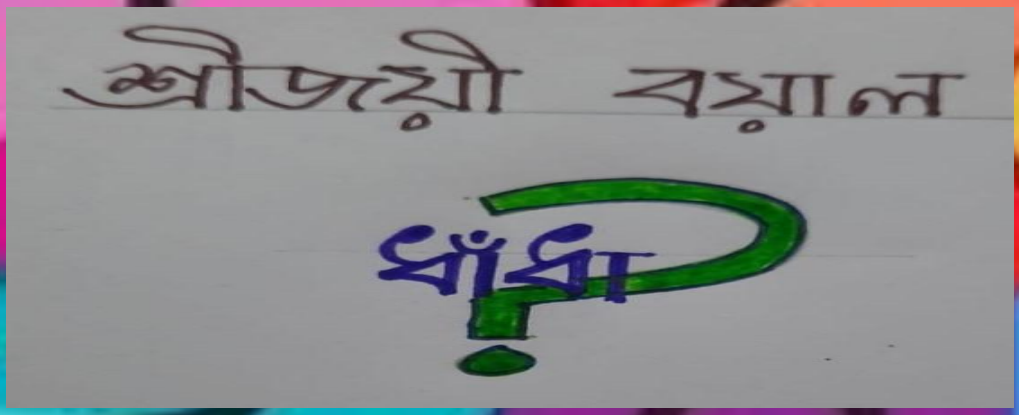

উত্তর

১. ছায়া

২. নাম

৩. সাবান

৪. ২

একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার

"প্যাঁচা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জানো?' হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, ~~অ~~ তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়। প্যাঁচা বলল, 'কখ্খনো আমি ঘুমোচ্ছি না - আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই ~~চ~~ চোখের ব্যারাম। বলেই সে ফ্যাক ফ্যাক করে ভয়ানক হাসতে লাগল।"

অরিত্রীও সুকুমার রায়ের হযবরল পড়ে বিচার ব্যবস্থার সম্পর্কে এইটুকুই জেনেছিল। অরিত্রীর বাবা রাজ্য বিচার ব্যবস্থার ~~সঙ~~ সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে সে হঠাৎ করেই একদিন এক জজ ~~সাহ~~ সাহেবের সঙ্গ পেয়েছিল। এবং স্বাভাবিক আগ্রহে গল্পের মধ্যেই কিছু প্রশ্ন ছোট অরিত্রী করেছিল জজ সাহেবকে। সেই প্রশ্নোত্তর পর্বই নিচে তুলে ধরা হল।

প্র আচ্ছা তুমি কী করো?

উ আমি একজন বিচারক।

প্র বিচারকের কাজ কী?

উ বিচারকের কাজ বিচার করা। কেউ যদি অন্যের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করে, তাহলে আমি দেখি যে কে ঠিক কে ভুল। আর ~~অ~~ তার পর সেই অনুযায়ী ভুলকে ঠিক করার ব্যবস্থা করা হয়।

প্র আচ্ছা তোমার কী ঘুম পায় যেমন হযবরল তে বলেছে?

উ পায়তো, যখন বড় বড় ~~সও~~ সওয়াল জবাব পর্ব শুরু হয় ~~অ~~ তখন মাঝে মাঝে ঘুম পায় বইকি।

প্র তুমি কেন বিচারক হলে?

উ আইন পড়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে একজন বিচারক হতে পারলে বিচারের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মারফত অনেক ভাল ভাল কাজ করা যাবে।

প্র আচ্ছা উকিল বাবু আর বিচারকের তফাৎ কী?

উ উকিল বাবুরা হলেন স্বাধীন আইন ব্যবসায়ী যদি না তিনি সরকারি আইনজীবী হন। আর বিচারকরা হলেন আদালতের আধিকারিক যাঁরা দুই পক্ষের উকিল বাবুদের তর্ক শুনে রায় প্রদান করেন।

প্র বিচারক হতে গেলে ~~কে~~ কী করতে হয়?

উ ভাল করে পড়াশুনা ~~কত~~ করতে হবে। বিচারক হতে গেলে আইন পাশ করতে হবে, তার পরে বিচারক নিয়োগের পরীক্ষার মারফত রাজ্য বিচারক ~~নিযু~~ নিযুক্ত হয়।

প্র আদালত কেমন হয়?

উ আদালত অন্য অফিস বাড়ির মতন হয়। আমরা বাংলা বা হিন্দী ছবিতে যেমন দেখি ~~আসলে~~ আসলে আদালতে কার্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নই হয়। এখনকার দিনে বিচারকরা মাথায় পরচুলা বা হাতে হাতুড়ি কোন ~~ক~~ টাই ব্যবহার ~~করেন না~~ করেন না।

এতক্ষণ ধরে আমার কথা শোনা এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

অরিত্রী চক্রবর্ত্তী

রন্ধন প্রনালী

ফ্রুট কেক (ফলের কেক)

সামনেই আসছে প্রভু যীশুর জন্মদিন বা বড়দিন। আর বড়দিন মানেই কেক। বড়দিনের বিশেষ রেসিপি আজ লিখে পাঠালাম ফলের কেক বানাতে গেলে তার উপকরন ও প্রনালী লিখলাম নীচে।

উপকরন :

- ২½ কাপ ময়দা / আটা
- ২½ কাপ বেকিং পাউডার
- ১/৪ চা-চামচ নুন
- ½ কাপ বাদাম তেল, মাখন বা মার্জারিন
- ১½ কাপ গুঁড়ো চিনি
- ১টা মুরগির ডিম
- ১ কাপ জল
- ১ কাপ দুধ
- ৪ চা-চামচ চকোলেট পাউডার
- ১ চা-চামচ ভ্যানিলা সুগন্ধি
- পরিমান মতো কিসমিস, চেরি, মোরব্বা / টুটিফ্রুটি

প্রনালী :

* কানা-উঁচু গোল টিনের পাত্র অথবা কেক-বেকিং এর জন্য মাইক্রোওয়েভ-প্রুফ পছন্দমতো আকারের পাত্রের (গোল, চৌকো, ওভাল) তলাটা তেলা কাগজ দিয়ে ঢাকতে হবে।
* পাত্রের ভিতর চারধারে তেল বা মাখন লাগিয়ে গ্রীজ করতে হবে।
* ওভেন গরম করতে হবে। (২১০°C – ৫ থেকে ৪ মিনিট)
* যতক্ষন ওভেন গরম হচ্ছে, গ্রাইন্ডারে চিনি গুঁড়ো করে নিতে হবে।
* ময়দা, নুন, বেকিং পাউডার ভালো করে মেশাতে হবে।
* তার সাথে বাদাম-তেল ময়েন দিতে হবে।
* ডিমটা আলাদা করে ফেটিয়ে মিশিয়ে দাও।
* চিনিটা মেশাও। তারপর জল মিশিয়ে এবার ৪ মিনিট হ্যান্ড ব্লেন্ডারে ফেটাও।
* এরপর ফলগুলো মিশিয়ে আবার ১ মিনিট ফেটাও।
* বড় হাতা / চামচ করে কেকের বেকিং পাত্রে মিশ্রনটি ঢেলে দাও।
* ওভেনের তাকে পাত্রটি বেকিং এর জন্য বসিয়ে দাও।
* বেকিং হতে ৫৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা লাগা উচিত (160°C - 225°C, 55 min)
* মাঝে মাঝে ওভেন Pause করে একটা কাঁটা চামচ ফুটিয়ে দেখতে হবে। কেক বেকিং হয়ে গেলে কাঁটার গা চটচট করবে না।
* টিন থেকে বের করে সম্ভব হলে ট্রেতে ঠান্ডা করতে হবে।
* ঠান্ডা হলে টিফিনবক্স বা কৌটোতে ভরে রেখো নইলে শুকিয়ে যাবে।

বন্ধুরা - এবারের বড়দিনে আর দোকানে না গিয়ে বাড়িতেই ফ্রুট কেক বানিয়ে সেলিব্রেশন করা যাক।

করোনা কাথ

করোনা থেকে রক্ষা পেতে ও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই উপকারী আয়ুর্বেদিক কাথ সবাই বাড়িতে বানিয়ে রোজ খেতে পারো।

উপকরন :

- ২ কাপ জল
- ½ চামচ আদা কুচি
- ৬টা গোটা গোলমরিচ
- ৬টা লবঙ্গ
- ১টা দারচিনি (টুকরো)
- ২টো ছোট এলাচ
- ১৫টা তুলসী পাতা
- ১টা বাসক পাতা
- ½ চামচ কাঁচা হলুদ

প্রনালী

* জল গরম করতে হবে।
* জল ফুটে গেলে একে একে আদা কুচি, হলুদ কুচি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি ও এলাচ জলের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট জল ফোটাতে হবে।
* এরপর গ্যাসের আঁচ কম করে তাতে তুলসী পাতা, বাসক পাতা মেশাতে হবে।
* কম আঁচে এই মিশ্রনটি ১০ মিনিট ফোটাতে হবে।
* ক্রমে মিশ্রনটি একটা ঘকঘকে কাথ মতো হয়ে আসবে।
* গ্যাস বন্ধ করে এই কাথটি ঠান্ডা করে ঈষদ উষ্ণ মিশ্রনটি কাপে ঢেলে খেতে হবে।

করোনা কালে এই কাথটি প্রতিদিন খেলে করোনা থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়। তোমরাও খেয়ে দেখো বন্ধুরা। আমরা বাড়িতে এটা রোজ খেয়ে থাকি।

শতাক্ষী কুন্ডু

চতুর্থ শ্রেনী (ক্লাস IV-D)

শতাক্ষী কুন্ডু

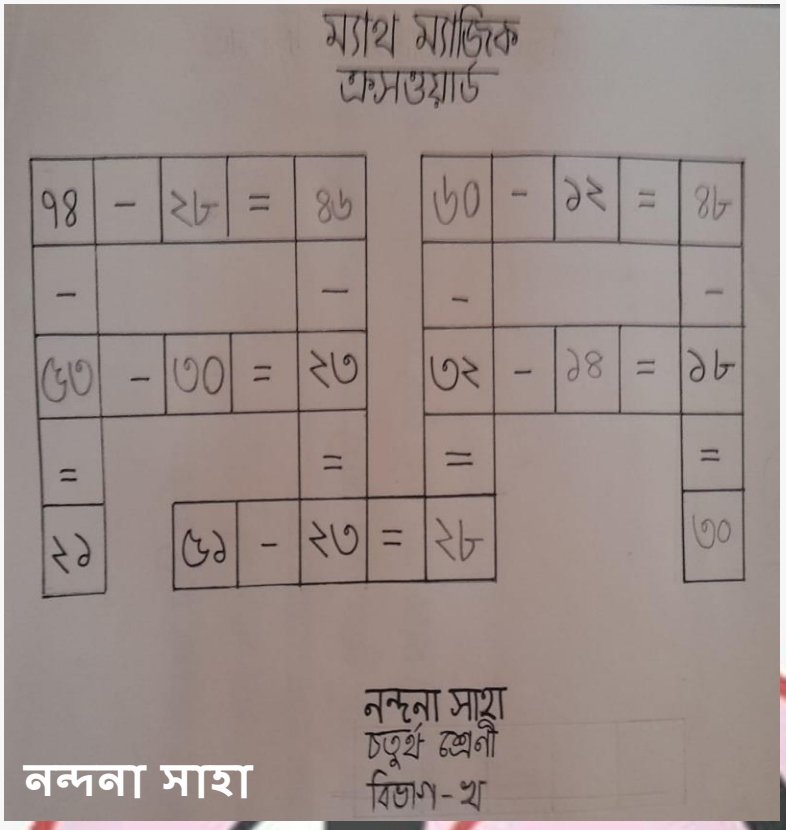

নন্দনা সাহা

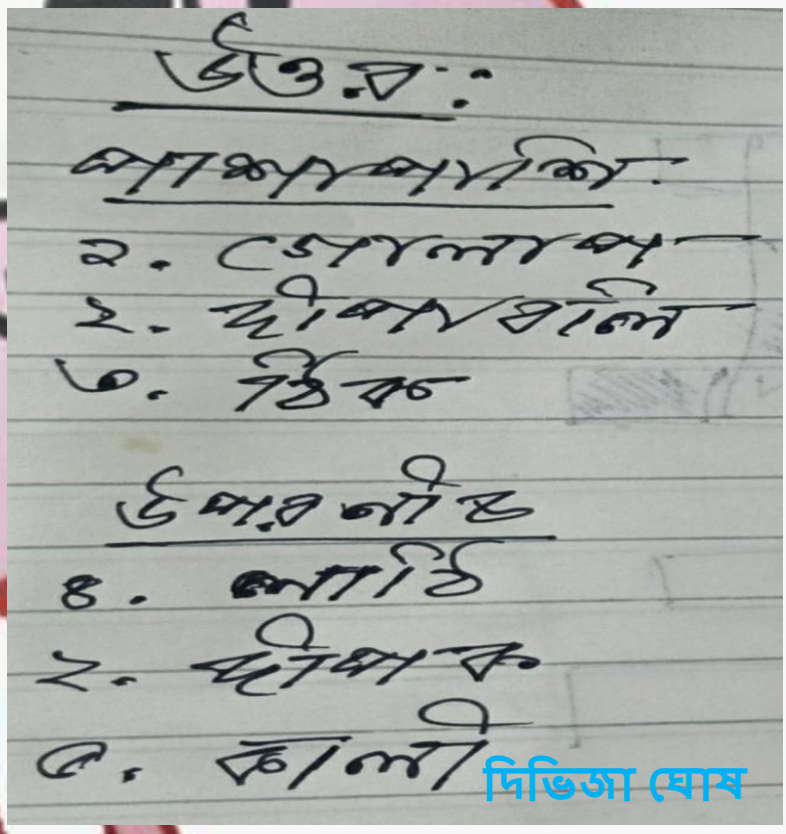

দিভিজা ঘোষ

উশানী দাশ

শরণ্যা রায়চৌধুরী

সৈয়দ সেরাফিনা

সংস্থিতা ঘোষ

নন্দনা সাহা

সবুজ কথা প্রকাশিত। আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টা আজ সফল হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের শিক্ষিকা মাননীয়া রত্না ঘোষ-কে ~ওনার উৎসাহ ও প্রেরনা ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের যারা আমাদের নিরন্তর সাহস জুগিয়েছেন, সাহায্য করেছেন।

আমরা আপ্লুত ॥
আমরা সমৃদ্ধ ॥

চতুর্থ শ্রেনি~
'খ' বিভাগের~
ছাত্রীরা

॥ যাদের সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ এই পত্রিকা ॥

প্রধান উপদেষ্টা ও প্রকাশক

মাননীয়া রত্না ঘোষ